করিন্থীয়দের কাছে ক্লেমেণ্টের প্রথম পত্র

রোমে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী করিন্থে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, তথা যারা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আহূত ও পবিত্রীকৃত, তাদের সমীপে: যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর শতগুণে বর্ষিত হোক।

১। প্রিয়জনেরা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অবিরত দুর্দশা আমাদের উপর এসে পড়েছে বিধায় [ক] আমরা মনে করি, তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে তর্কাতর্কি চলছে

প্রৈরিতিক পিতৃগণের লেখা পড়ে আমরা লক্ষ করি বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে গভীর একাত্মতা বিরাজ করত: এক একটি স্থানীয় মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের প্রচারিত সত্যসমূহ বজায় রাখত, নিজেদের মধ্যে খবরাখবর রাখত, ভ্রমণকারী খ্রীষ্টভক্তদের প্রতি আন্তরিক আতিথেয়তা ব্যক্ত করত, নানা স্থানীয় মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ঐক্য উজ্জ্বলই ছিল।

যদিও এই একাত্মতা অনস্বীকার্য তবু একথাও স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যে, বিশেষ একটি স্থানীয় মণ্ডলী—রোম মণ্ডলীই—ছিল তেমন একাত্মতার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ, যেহেতু রোম মণ্ডলীর ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন প্রেরিতদূতদের প্রধান সেই পিতরের উত্তরসূরী, আর তাই বলে সকল স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি যত্নপূর্ণ দৃষ্টি রাখা তাঁরই বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব।

এই পত্রের লেখক যিনি, সেই ক্লেমেণ্ট ছিলেন রোম মণ্ডলীতে পিতরের তৃতীয় উত্তরসূরী, অর্থাৎ বিশ্বমণ্ডলীর চতুর্থ পোপ, আর তিনি এই পত্র লিখলেন বিশ্বমণ্ডলীর একাত্মতা রক্ষার করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধু ইরেনেউস এবিষয়ে লেখেন: 'ক্লেমেণ্ট পোপ হওয়ার সময়ে করিন্থ মণ্ডলীতে তীব্র অমিল দেখা দেয়; তাই রোম মণ্ডলী তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের বিশ্বাস ও প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে তাদের গ্রহণ করা শিক্ষাবাণী পুনর্জাগরিত করার জন্য তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র লেখে।' লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, পত্র লেখার সময়ে (সম্ভবত ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রেরিতদূত যোহন তখনও জীবিত ছিলেন।

পত্রটি পড়ে আমরা ক্লেমেণ্টের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে কিছুটা জানতে পারি: যথেষ্ট মনোবলের মানুষ হয়েও তিনি উদার মনোভাব প্রকাশ করেন; করিন্থীয়দের কাছে তাঁর পরামর্শগুলোতে এমন বাস্তবমুখী প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় যা তাঁকে অসাধারণ গুণসম্পন্ন শাসনকর্তা বলে চিহ্নিত করে। পবিত্র বাইবেলের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিচিত, এবং সেকালের খ্রীষ্টীয় লেখকদের মত তিনিও প্রাক্তন সন্ধিকে এমন ভাববাণী বা পূর্বচ্ছবি বলে জ্ঞান করেন যা নবসন্ধিতে পূর্ণতা লাভ করল।

(ক) সেই নির্যাতনের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যে নির্যাতন রোম সম্রাট দোমিতিয়ানুস ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন। এজন্যই অনুমান করা যেতে পারে, পত্রটি ৯৬ সালেই লেখা হয়েছিল।

সেদিকে মনোযোগ দিতে অধিক দেরি করেছি—সেই জঘন্য ও অপবিত্র বিভেদ যা ঈশ্বরের মনোনীতজনদের মোটেই মানায় না, সেই বিভেদ যা দুর্দন্ত ও দাম্ভিক অল্পজন লোক এমন উন্মত্ততার পর্যায়ে জ্বালিয়ে তুলেছে যে তোমাদের সেই সম্মানিত ও সুপরিচিত নাম যা সকল মানুষের ভক্তির পাত্র হবার যোগ্য কলঙ্কিত হয়েছে।

[২] কেননা কেইবা তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সদ্‌গুণ ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ পায়নি? কেইবা তোমাদের নম্র ও মার্জিত খ্রীষ্টভক্তির আদর্শ দেখেনি? কেইবা তোমাদের উদার আতিথ্য-বোধের [ক] গুণকীর্তন করেনি? আর কেইবা তোমাদের নিখুঁত ও নিশ্চিত ধর্মজ্ঞান ধন্য করেনি?

[৩] তোমরা তো এসব কিছু পক্ষপাত না করেই করেছ, এবং তোমাদের ধর্মনেতাদের অধীন হয়ে [খ] ও তোমাদের প্রবীণদের প্রতি [গ] উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরের বিধিনিয়মে এগিয়ে চলেছ। যুবকদের কাছে তোমরা আত্মসংযম ও সততার কথা উপস্থাপন করতে; মহিলাদের কাছে তোমরা নির্দেশবাণী দিতে তারা যেন স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবেসে অনিন্দনীয়, সৎ ও পবিত্র বিবেকের সঙ্গে সবকিছু করে; তোমরা তাদের এ শিক্ষাও দিয়েছ, তারা যেন বাধ্যতা-নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ও সততা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভাবে ঘরের সেবাযত্ন করে যায়।

২। তোমরা সকলে ছিলে নম্রহৃদয়, অসার দম্ভ থেকে মুক্ত; কোন দাবি না রেখে তোমরা বরং বাধ্যই ছিলে; পাবার চেয়ে দিতেই অধিক ইচ্ছুক ছিলে [ঘ]। তোমরা খ্রীষ্টের ব্যবস্থা নিয়ে খুশিই ছিলে, তাঁর বাণীর প্রতি মনোযোগী হয়ে নিজেদের অন্তরে তা গেঁথে রাখছিলে, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা সবসময় তোমাদের চোখের সামনে ছিল [ঙ]। [২] তাই সকলকে গভীর ও উদার শান্তি [চ] দেওয়া হচ্ছিল, ভালোর জন্য তোমাদের অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষা ছিল, ও সকলের উপর পবিত্র আত্মা পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চারিত ছিলেন। [৩] তোমরা পুণ্য সঙ্কল্পে পূর্ণ ছিলে, ও ভক্তিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে ভালোর বাসনায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি হাত প্রসারিত করছিলে [ছ], তাঁকে অনুরোধ করছিলে তোমরা অনিচ্ছাকৃত পাপ করলেও তিনি যেন তোমাদের প্রতি করুণাময় হন। [৪] তোমরা দিনরাত সমগ্র ভ্রাতৃত্বের জন্য ব্যস্ত ছিলে, যাতে তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা দয়া ও করুণার খাতিরে পরিত্রাণ পেতে পারে [জ]। [৫] তোমরা সরল সোজা ছিলে, পরস্পরের প্রতি তোমাদের

(ক) আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর সময়ে আতিথেয়তা মৌলিক সদগুণ বলে গণ্য ছিল (দিদাখে ১২ দ্রঃ)।
(খ) ঠিক এই সদগুণকেই করিন্থীয়রা আর অনুশীলন করে না।
(গ) যে প্রবীণদের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তা সম্ভবত পুরোহিতদের নয়, বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিদেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে।
(ঘ) শিষ্য ২০:৩৫।
(ঙ) ২ করি ৬:১০; গালাতীয় ৩:১।
(চ) যে শান্তি আদিখ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে বিরাজ করত, তা ছিল তাদের বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেমের ফল।
(ছ) প্রার্থনাকালে আদিখ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ হাত দু'টো উঁচু করে রাখত।
(জ) ক্লেমেন্টের মতে ভ্রাতৃত্ব পরিত্রাণলাভের জন্য অপরিহার্য শর্ত। ভ্রাতৃত্বই ভক্তদের ঐক্যের ভিত্তি।

কোন কুচিন্তা ছিলই না। ৬ যত বিভেদ ও বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে জঘন্যই ছিল;
প্রতিবেশীর ত্রুটিতে তোমরা শোক করছিলে, তাদের ভুল নিজেরই বলে মনে করছিলে।
৭ *সৎকর্মের জন্য নিত্যই প্রস্তুত হয়ে* [ক] তোমাদের যে কোন প্রকার সৎকাজ করার জন্য
কখনও দুঃখ করতে হয়নি। ৮ পুণ্য ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিকতায় সুসজ্জিত হয়ে তোমরা
ঈশ্বরভীতিতে সবকিছু করছিলে; প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি সকল তোমাদের হৃদয়-ফলকেই
লিপিবদ্ধ ছিল।

৩। তোমাদের যত গৌরব ও আত্মিক উন্নতি দেওয়া হয়েছিল, অথচ যা লেখা আছে
তা এবার পূর্ণতা লাভ করেছে: *আমার প্রিয়জন পান-আহার করে স্ফীত হল,*
মোটা-সোটা হয়ে লাথি মারল [খ]। ২ এ থেকেই উৎপন্ন হল ঈর্ষা ও হিংসা, বিবাদ ও
বিভেদ, নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম ও বন্দিদশা। ৩ এভাবে নিকৃষ্টরা সম্মাননীয়দের
বিরুদ্ধে, অযোগ্যরা যোগ্যদের বিরুদ্ধে, নির্বোধেরা বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে, ও যুবকেরা
প্রবীণদের [গ] বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ৪ এজন্য ধর্মময়তা ও শান্তি দূরে সরে গেল,
কেননা এক একজন ঈশ্বরভীতি ছেড়ে দিয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসে দুর্বল হয়েছে, তাঁর
আদিষ্ট পথে চলে না, ও খ্রীষ্টীয় নাগরিকতার যোগ্য আচরণ করে না, বরং যে হিংসা
দ্বারা মৃত্যুও এজগতে প্রবেশ করেছিল [ঘ], তেমন অধর্মময় ও ভক্তিহীন হিংসা পুনরায়
জাগরিত করে এক একজন নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কামনা অনুসারেই চলছে।

৪। কেননা শাস্ত্রে বলে: *কিছুদিন পর এমনটি ঘটল যে, কাইন ভূমির ফল প্রভুর*
কাছে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করল। আবেলও নিজের পশুপালের প্রথমজাত কয়েকটা
শাবককে ও তাদের চর্বি উৎসর্গ করল। ২ *প্রভু আবেলের প্রতি ও তার অর্ঘ্যের প্রতি*
মুখ তুলে চাইলেন, কিন্তু কাইন ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন না; ৩ *তাতে*
কাইন অধিক রেগে উঠল, তার মুখ বিষণ্ন হল। ৪ *প্রভু কাইনকে বললেন, তোমার এই*
রাগ কেন? তোমার মুখ বিষণ্ন কেন? তুমি যখন অর্ঘ্য সঠিকভাবে উৎসর্গ করেছ কিন্তু
অংশগুলো সঠিকভাবে ভাগ করনি, তখন কি তোমার পাপ হয়নি? ৫ *ক্ষান্ত হও,*
তোমার উপহার তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর তুমি তা নিয়ে যা খুশি তা-ই
করবে। ৬ *তখন কাইন ভাই আবেলকে বলল, এসো, মাঠে যাই। আর তারা মাঠে*
গেলে কাইন তাঁর ভাই আবেলকে আক্রমণ করে হত্যা করল [ঙ]।

(ক) তীত ৩:১।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৫। ক্লেমেণ্ট প্রাক্তন সন্ধির কথা সেকালে প্রচলিত গ্রীক অনুবাদ (সত্তরী) অনুসারেই উদ্ধৃত করেন। তাছাড়া তিনি প্রাক্তন সন্ধিকে নব সন্ধির পূর্বচ্ছবি বলে ব্যাখ্যা করেন, তাতে দ্বিতীয় বিবরণে বর্ণিত ইস্রায়েলীয়দের অপরাধ সেই অশান্তির প্রতীকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যে অশান্তি করিন্থ মণ্ডলীতে দেখা দিচ্ছে।

(গ) এখানেও প্রবীণ বলতে সম্ভবত পুরোহিত নয়, বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিই বোঝায়।

(ঘ) প্রজ্ঞা ২:২৪। বিভিন্ন উদাহরণ দানে ক্লেমেণ্ট করিন্থীয়দের নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে অভিপ্রেত।

(ঙ) আদি ৪:৩-৮।

[৭] ভাই, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে ঈর্ষা ও হিংসাই ভ্রাতৃহত্যা জন্মাল। [৮] ঈর্ষার কারণে আমাদের পিতা যাকোব নিজ ভাই এসৌয়ের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। [৯] ঈর্ষার জন্য যোসেফ মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতিত হলেন ও দাসত্বের হাতে এসে পড়লেন। [১০] *কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?*[ক] নিজ বংশের মানুষের তেমন ঈর্ষার কথা শুনে মোশী মিশররাজ ফারাওর সামনে থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। [১১] ঈর্ষার ফলে আরোন ও মারীয়াকে[খ] শিবিরের বাইরে বসে থাকতে হল[গ]। [১২] ঈশ্বরের দাস মোশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বিধায় ঈর্ষাই দাথান ও আবিরামকে জীয়ন্তই পাতালে নিয়ে গেল[ঘ]। [১৩] ঈর্ষার জন্যই দাউদ বিদেশীদের ঘৃণা শুধু নয়, ইস্রায়েলের রাজা সৌলের হাতে নির্যাতনও ভোগ করলেন[ঙ]।

৫। কিন্তু এসো, প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত ছেড়ে আমাদের কাছাকাছি বীরপুরুষদের দৃষ্টান্তের কথায় আসি; এসো, আমাদের নিজ যুগের যোগ্যতম দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরি। [২] ঈর্ষা ও হিংসার জন্যই মণ্ডলীর সর্বোত্তম ও সর্বন্যায়বান স্তম্ভগুলি নির্যাতিত হলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করলেন[চ]। [৩] এসো, উত্তম প্রেরিতদূতদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরি: [৪] অধর্মময় ঈর্ষার কারণে পিতর দু' একটা শুধু নয়, বহু পরীক্ষাই সহ্য করলেন, আর এভাবে সাক্ষ্যমরণ বরণ করে তাঁর যোগ্য গৌরবময় স্থানে পৌঁছলেন। [৫] পরের ঈর্ষা ও বিভেদের কারণে পল সহিষ্ণুতার আদর্শ দিলেন: [৬] তাঁকে সাত বার শেকলাবদ্ধ হতে হল, পলাতক হতে হল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর এভাবে পুব-পশ্চিমে প্রচারক হয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য সুনাম অর্জন করলেন। [৭] তিনি সারা জগতে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলেন, ও পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমায় গিয়ে[ছ] শাসনকর্তাদের সামনে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; এভাবে সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে উঠে তিনি এজগৎ ছেড়ে পবিত্রধামে পৌঁছলেন।

৬। এই যে সকল মানুষ পুণ্য জীবন যাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গে মনোনীতদের এক বিরাট দল যোগ করা হয়েছে যারা ঈর্ষার কারণে বহু ও তীব্র নিপীড়ন ভোগ করে আমাদের কাছে সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রেখে গেলেন। [২] ঈর্ষার জন্য আমাদের নারীরা

(ক) যাত্রা ২:১৪।
(খ) মারীয়া ছিলেন মোশীর বোন।
(গ) গণনা ১২:১৪-১৫।
(ঘ) গণনা ১৬।
(ঙ) ১ রাজা ১৯…।
(চ) প্রাক্তন সন্ধির যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়ার পর, এবার ক্লেমেণ্ট নব সন্ধির কতিপয় মহাব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন। সাধু পিতর ও পলের কথাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত; এর কারণ, তিনি সম্ভবত রোম মণ্ডলীর সেই অধিকার তুলে ধরতে চান যা সেই দুই স্তম্ভের উপরে স্থাপিত।
(ছ) যেহেতু সেইকালে 'পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমা' বলতে স্পেন দেশ বুঝাত, সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে, সাধু পল নিজ পরিকল্পিত স্পেন যাত্রা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন।

সেই দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীদের মত [ক] হিংস্র ও জঘন্য পীড়ন সহ্য করে নির্যাতিত হল; দেহে দুর্বল হয়েও তারা বিশ্বাসের দৌড় দৃঢ়তার সঙ্গে দৌড়ল ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করল।

৩ ঈর্ষা স্বামী থেকে স্ত্রীদের দূর করে দিল ও আমাদের পিতা আব্রাহামের সেই উক্তি অর্থশূন্য করে দিল যা অনুসারে *এ আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস* [খ]।
৪ ঈর্ষা ও বিভেদ মহা মহা নগর ধ্বংস করে দিল ও মহা মহা জাতি উৎপাটন করল।

৭। প্রিয়জনেরা, আমরা এসব কিছু লিখছি শুধু তোমাদেরই চেতনা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও জন্য, কেননা আমরা একই লড়াইক্ষেত্রে রয়েছি, ও একই লড়াই আমাদের সামনে উপস্থিত [গ]। ২ সেজন্য এসো, যত অসার ও নিরর্থক চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরম্পরাগত শিক্ষার কাছে এগিয়ে আসি:
৩ এসো, ভেবে দেখি আমাদের নির্মাতার দৃষ্টিতে ভাল, গ্রহণীয় ও সন্তোষজনক বলে
কী কী আছে। ৪ এসো, খ্রীষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পাতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে [ঘ]।

৫ এসো, সমস্ত যুগের কথা ভাবি, তখন দেখতে পারব যে, যারা তাঁর দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যুগের পর যুগ মহাপ্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন।
৬ নোয়া মনপরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন [ঙ], আর যারা বাধ্য হল তারা
পরিত্রাণ পেল। ৭ যোনা নিনিভে-নিবাসীদের কাছে সর্বনাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা কিন্তু নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করল ও পরিত্রাণ লাভ করল—অথচ তারা তাঁর কাছে বিধর্মীই ছিল!

৮। ঐশঅনুগ্রহের নানা সেবক পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনপরিবর্তনের
কথা বললেন, ২ এমনকি নিখিলের মহাপ্রভু নিজেও দিব্যি দিয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন: *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি পাপীর মৃত্যু নয়, তার মনপরিবর্তন চাই* [চ]; তাছাড়া তিনি এ মমতাপূর্ণ বাণীও দিলেন, ৩ *হে*

(ক) এখানে রোম সম্রাট নেরোর জারীকৃত নির্যাতনের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে: খ্রীষ্টানদের ধরে তিনি তাদের এমন যন্ত্রণা ভোগ করাতেন যা যে কোন মানবতার বাইরে; উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় পুরাণের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী খ্রীষ্টানদের দ্বারাই মঞ্চস্থ করাতেন; উল্লিখিত দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীরা ছিল সেই পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র-বিশেষ যারা অসহ্য পীড়ন সহ্য করেছিল।

(খ) আদি ২:২৩।

(গ) ১ করি ৯:২৪-২৭ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকালে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা সেই যন্ত্রণাভোগের গৌরবময় ফলই বিশেষত স্মরণ করিয়ে দিত, তথা মানব-পরিত্রাণ। এক্ষেত্রে সার্বজনীনতা-দৃষ্টিকোণও লক্ষণীয়: দীক্ষাস্নাতদের সঙ্গে প্রাক্তন সন্ধির, এমনকি বিশ্বেরই ন্যায়বান সকল ব্যক্তিও সেই পরিত্রাণের আশীর্বাদ ভোগ করে।

(ঙ) আদিপুস্তক নয়, ২ পিতর ২:৫ নোয়াকে মনপরিবর্তনের প্রচারক বলে উপস্থাপন করে।

(চ) এজেকিয়েল ৩৩:১১।

ইস্রায়েলকুল, মনপরিবর্তন করে অনাচার ত্যাগ কর; আমার জাতির সন্তানদের কাছে তুমি একথা বল: তোমাদের পাপ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্তও প্রসারিত হলেও, সিঁদুরের চেয়েও লাল হলেও ও ছাগের লোমের চেয়েও কালো হলেও, তবু তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার দিকে ফের, যদি বল, 'পিতা,' তবে আমি পবিত্র জাতিই যেন তোমাদের প্রার্থনা কান পেতে শুনব (ক)। ৪ অন্যত্র তিনি এভাবে কথা বলেন: *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও; অনাচার ত্যাগ কর; সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারিতের সহায়তা কর; এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত। তোমরা বাধ্য হলে ও শুনলে, তবে মাটির মঙ্গলদান ভোগ করবে; কিন্তু অবাধ্য হলে ও বিদ্রোহ করলে, তবে খড়্গ দ্বারা কবলিত হবে, কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করল* (খ)। ৫ তাই আপন সকল প্রিয়জনদের মনপরিবর্তনের অংশীদার করতে ইচ্ছা করে প্রভু আপন সর্বশক্তিশালী ইচ্ছা দ্বারাই এ বাণী সপ্রমাণ করলেন।

৯। এসো, ঈশ্বরের অপরূপ ও গৌরবময় ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হই; এসো, প্রণত হয়ে তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অনুনয় করি; মৃত্যুজনক যত অসার দুশ্চিন্তা, তর্কাতর্কি ও হিংসা ত্যাগ করে, এসো, তাঁর মমতার দিকে মন ফেরাই। ২ এসো, যারা তাঁর অপরূপ গৌরবের সেবা করেছেন, তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি।

৩ এসো, সেই এনোখের কথা ভাবি: তাঁকে বাধ্যতায় ধর্মময় পাওয়া গেল, তাঁকে এজগৎ থেকে তুলে নেওয়া হল, আর তাঁর মৃত্যুর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না (গ)। ৪ নোয়া বিশ্বস্ততা দেখিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে জগতের কাছে নবীন সূচনার কথা প্রচার করলেন, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু, যে প্রাণী পুনর্মিলন-বন্ধনে জাহাজে প্রবেশ করেছিল, তাদের সকলকে বাঁচিয়েছিলেন।

১০। যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হয়েছিলেন, সেই আব্রাহাম ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতায় বিশ্বস্ততা দেখালেন। ২ বাধ্যতায় তিনি নিজ দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন, যেন ছোট একটা দেশ, দুর্বল একটা কুটুম্ব ও ক্ষুদ্র গৃহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারেন। কেননা ঈশ্বর তাঁকে বলেন: ৩ *তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও যা আমি তোমাকে দেখাব। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ*

(ক) এই উদ্ধৃতাংশে ক্লেমেন্ট এজেকিয়েলের বাণী অক্ষরে অক্ষরে উপস্থাপন করেন না।
(খ) ইসা ১:১৬-২০।
(গ) আদি ৫:২৪; বেন-সিরা ৪৪:১৬।

করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে
অভিশাপ দেব; এবং পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে [ক]। ৪ আবার,
তিনি লোট থেকে পৃথক হচ্ছিলেন, এমন সময় ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *চোখ তুলে এই*
যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ,
কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে
তোমার বংশকে দেব। ৫ *আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে*
তুলব—কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে
পারবে [খ]। ৬ ঈশ্বর আবার আব্রাহামকে বাইরে এনে বললেন, *আকাশের দিকে*
তাকাও, আর যদি পার, তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও। তিনি বলে চললেন, তোমার
বংশ সেইমত হবে! তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা
বলে পরিগণিত করলেন [গ]। ৭ তাঁর বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে
একটা সন্তানকে দেওয়া হল, আর বাধ্যতায় তিনি, ঈশ্বর যে পাহাড় তাঁকে দেখালেন,
সেই পাহাড়ে তাঁর সেই সন্তানকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

১১। সমস্ত অঞ্চলটা আগুন ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে দণ্ডিত হচ্ছিল, এমন সময়
আতিথেয়তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য লোট সদোমের মধ্য থেকে পরিত্রাণ পেলেন:
এতে মহাপ্রভু স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তিনি তাদের
পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু যারা বিদ্রোহ করে, তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন।
২ এক্ষেত্রে একটা প্রমাণ দেওয়া হল যখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু মন
পাল্টিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একমন হননি, ফলে তিনি আজ পর্যন্তও লবণের স্তম্ভ হয়ে
রয়েছেন [ঘ], যেন সকলের কাছে জ্ঞাত হয়, যারা দোমনা ও ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে
সন্দিগ্ধ, তারা শাস্তি পায় ও সকল যুগের মানুষের কাছে সাবধান-চিহ্ন বলে দাঁড়ায়।

১২। তার বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বেশ্যা রাহাব ত্রাণ পেল [ঙ]; ২ কারণ যখন
সেই গুপ্তচর দু'জন নূনের সন্তান যোশুয়া দ্বারা যেরিখোতে প্রেরিত হল, তখন সেই
দেশের রাজা জানতে পারলেন তারা তাঁর দেশ অনুসন্ধান করতেই এসেছিল, ফলে
তাদের ধরতে মানুষ পাঠালেন যেন তাদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়। ৩ কিন্তু রাহাব
অতিথিপরায়ণ হয়ে তাদের নিজ ঘরে গ্রহণ করল ও ছাদের উপরে নিজের সাজানো
মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রাখল; ৪ তাই যখন রাজার লোক এসে বলল, 'আমাদের
দেশের গুপ্তচর এখানে তোমার কাছে এসেছে, তাদের বের করে আন, কেননা এ
রাজারই হুকুম,' তখন সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যাদের আপনারা অনুসন্ধান করছেন, সেই

(ক) আদি ১২:১-৩।
(খ) আদি ১৩:১৪-১৬।
(গ) আদি ১৫:৫-৬।
(ঘ) আদি ১৯। সেকালের ইতিহাস-লেখক যোসেফ ফ্লাভিউস লিখেছেন, তিনি স্তম্ভটি দেখেছিলেন।
(ঙ) যোশুয়া ২ দ্রষ্টব্য।

লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে নিজেদের যাত্রা পথে এগিয়ে গেল,' আর তাই বলে সে তাদের ভুল দিগ্‌নির্দেশ দিল। ৫ তারপর সে সেই লোকদের বলল, 'আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু ঈশ্বর এ দেশ তোমাদের হাতে দিতে যাচ্ছেন, কেননা তোমাদের নিয়ে এখানকার বাসিন্দারা ভয়ে অভিভূত ও সন্ত্রাসিত; অতএব, যখন তোমরা এ দেশ দখল করবে, তখন আমাকে ও আমার পিতৃগৃহ বাঁচাও।' ৬ তারা তাকে বলল, 'তুমি যেভাবে কথা বলেছ, তাই হবে; সুতরাং, যখন তুমি জানতে পারবে আমরা আসছি, তখন তুমি তোমার সমস্ত গোষ্ঠী ছাদের নিচে জড় কর, তবে তারা প্রাণে বাঁচবে; কেননা যত মানুষ ঘরের বাইরে ধরা পড়বে তারা মরবে।' ৭ তখন তারা তাকে একটা চিহ্ন দিল, সে যেন ঘরের বাইরে জানালায় সিঁদুরে-লাল সুতোর একটা দড়ি বেঁধে রাখে: এতে পূর্বপ্রদর্শিত হয় যে, যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যাশা রাখে, তারা প্রভুর রক্ত দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে। ৮ প্রিয়জনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই নারী বিশ্বাসের শুধু নয়, ভাববাণী দেওয়ার অধিকারিণীও ছিল [ক]।

১৩। তবে, ভাই, এসো, যত দম্ভ, দর্প, নির্বুদ্ধিতা ও ক্রোধ বর্জন করে নম্রচিত্ত হই [খ]; যা লেখা আছে তাই করি; কেননা পবিত্র আত্মা বলেন, *প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; কিন্তু যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে প্রভুর অন্বেষণ ক'রে ও সুবিচার ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুকে জানে* [গ]। এসো, আমরা বিশেষভাবে প্রভু যীশুর সেই বচনগুলি স্মরণ করি যেগুলিতে তিনি সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। ২ তিনি বললেন, *দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; ক্ষমা কর, যেন তোমাদের ক্ষমা করা হয়; তোমরা যেভাবে ব্যবহার কর, সেইভাবে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করা হবে; তোমরা যতখানি দেবে, ততখানি তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে; যেভাবে পরের বিচার কর, সেইভাবে তোমাদের বিচার করা হবে; যত মঙ্গলকারী হবে, তত মঙ্গলময়তা পাবে; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* [ঘ]। ৩ এসো, এ আজ্ঞা ও আদেশগুলিতে নিজেদের সুস্থির রাখি, যাতে বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর পুণ্য বচনগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে সর্বদা চলতে পারি; কেননা একটি পবিত্র বচন বলে: ৪ *আমি কার্ দিকেই বা তাকাই, সেই বিনম্র ও কোমল মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?* [ঙ]

(ক) আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীকালে এ সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, প্রাক্তন ও নব সন্ধির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ধারাবাহিকতা রয়েছে। অর্থাৎ, প্রাক্তন সন্ধিও যীশুর কথা বলে।

(খ) ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর ক্লেমেণ্ট বিনম্রতার কথা তুলে ধরেন, কেননা বিনম্রতাই প্রকৃত বাধ্যতার ফল। আর করিন্থীয়দের পক্ষে তেমন বিনম্রতাই একান্ত প্রয়োজন।

(গ) যেরে ৯:২২-২৩।

(ঘ) মথি ৬:১৪-১৫; ৮:১-২,১২; লুক ৬:৩১,৩৬-৩৮।

(ঙ) ইসা ৬৬:২।

১৪। ভাই, যারা গর্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিকৃষ্ট ঈর্ষার উত্তেজক, তাদের অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়াই[ক] ন্যায্য ও পবিত্র। [২] আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত শুধু নয়, বড়ই বিপদে পতিত হব যদি অবিবেচক হয়ে এই লোকদেরই ষড়যন্ত্রের হাতে নিজেদের সঁপে দিই যারা ভাল থেকে আমাদের সরাবার জন্য বিবাদ ও বিভেদের দিকে ধাবিত। [৩] এসো, আমাদের নির্মাতার করুণা ও মাধুর্য অনুসারে আমরা বরং একে অপরের প্রতি প্রসন্ন হই। [৪] কেননা লেখা আছে: *ন্যায়বান মানুষই দেশে বসবাস করবে, নিখুঁত মানুষই সেখানে বসতি করবে; কিন্তু দুর্জনেরা দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হবে*[খ]। [৫] আর এক স্থানে শাস্ত্রে বলে:

আমি দুর্জনকে মহীয়ান দেখলাম,
সে ছিল সুপ্রসারী, যেন লেবাননের এরসগাছের মত;
সেদিকে আবার গেলাম—কৈ! আর ছিল না সে;
তার স্থানে তাকে খুঁজলাম—কিন্তু তাকে আর পেলাম না।
নির্দোষিতা পালন কর, ন্যায়নিষ্ঠা লক্ষ কর:
শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য ভাবী বংশ আছে[গ]।

১৫। সুতরাং এসো, শান্তির প্রতি যাদের কামনা মিথ্যা মাত্র তাদের নয়, যারা ধর্মময়তার সঙ্গে শান্তি বজায় রাখে তাদেরই আঁকড়ে ধরে থাকি। [২] কেননা শাস্ত্রের এক স্থানে লেখা আছে: *এই জনগণ আমাকে ওষ্ঠেই সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে*[ঘ]। [৩] আরও: *মুখে তারা আশীর্বাদ করত, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিত*[ঙ]। [৪] শাস্ত্রে আরও বলে:

মুখে তারা তাঁকে ভালবাসত,
জিহ্বায় তাঁকে মিথ্যা বলত;
তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না কো তাদের অন্তর,
বিশ্বস্ত ছিল না তারা তাঁর সন্ধির প্রতি[চ]।
[৫] *তাই নির্বাক্ হোক মিথ্যাপটু সেই ঠোঁট*
যা ধার্মিকের বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কথা বলে[ছ]।

আরও:

ধ্বংস করুন প্রভু তোষামোদে পটু সকল ঠোঁট,
বড়াই প্রিয় যত জিভ;

(ক) খ্রীষ্টমণ্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রোহ ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহের শামিল।
(খ) সাম ৩৭:৯-৩৮।
(গ) সাম ৩৭:৩৫-৩৭।
(ঘ) ইসা ২৯:১৩।
(ঙ) সাম ৩২:৫।
(চ) সাম ৫৮:৩৬-৩৭।
(ছ) সাম ৩১:১৯।

তাদেরও ধ্বংস করুন যারা বলে,
এসো, আমাদের জিহ্বা মহিমান্বিত করি,
আমাদের ঠোঁট তো আমাদেরই! কেবা আমাদের প্রভু?
৬ *দীনহীনদের অত্যাচার, নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য এখন উত্থিত হব*
—বলছেন প্রভু;
তাকে আমি পরিত্রাণে অধিষ্ঠিত করব;
৭ *তার সঙ্গে সৎসাহসের সঙ্গেই ব্যবহার করব* (ক)।

১৬। কেননা যারা তাঁর পালের উপর নিজেদের বড় করে, খ্রীষ্ট তাদের নয়, বরং
তিনি তাদেরই যারা নম্রচিত্ত। ২ যিনি ঈশ্বরের রাজদন্ড, সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পারলেও
গর্ব ও দম্ভের আড়ম্বরে আসেননি, বিনম্রতায়ই এলেন, যেইভাবে তাঁর বিষয়ে পবিত্র
আত্মা কথা বলেছিলেন। কেননা শাস্ত্রে বলে, ৩ *আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?*
প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে? আমরা তাঁর কথা প্রভুর সামনে প্রচার
করেছিলাম। তিনি একটি শিশুর মত, শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত। তাঁর রূপ
বা শোভা নেই। আমরা তো তাঁকে দেখেছিলাম: তাঁর তেমন আকৃতি বা সৌন্দর্য ছিল
না, বরং তাঁর চেহারা অবজ্ঞা সৃষ্টি করত, তাঁর সেই চেহারা আর মানবীয় ছিল না।
তিনি ছিলেন এমন মানুষের মত যে আঘাত ও কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করে,
যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে যার দীর্ঘ পরিচয়, নিজের মুখ যে লুকোতে সচেষ্ট। তিনি
অবজ্ঞাত, তাঁকে কোন সম্মানই দেওয়া হয় না। ৪ *অথচ তিনি আমাদেরই পাপ তুলে*
বহন করেন; আমাদের জন্যই কষ্টভোগ করেন; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম,
সেই কষ্ট, সেই আঘাত, সেই যন্ত্রণা তাঁর প্রাপ্য! ৫ *অথচ তিনি আমাদেরই পাপের*
কারণে প্রহারিত হয়েছিলেন, আমাদের শঠতার কারণেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিলেন।
আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা
নিরাময় হলাম। ৬ *আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে বিপথে*
চলছিলাম; ৭ *এবং প্রভু আমাদের পাপের কারণে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। অত্যাচারিত*
হয়ে তিনি খুললেন না মুখ। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত তিনিও খুললেন না মুখ। তাঁর নিজের
বিচার কেড়ে নেওয়া হল বলে অবনমিত হলেন। ৮ *কে তাঁর প্রজন্মের কথা বোঝাতে*
পারবে? কারণ তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল। ৯ *আমার জনগণের*
শঠতার জন্যই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১০ *আমি তাঁর সমাধির বদলে*
দুর্জনদের, ও তাঁর মৃত্যুর বদলে ধনবানদের দিয়ে দেব, কেননা তিনি কোন অপকর্ম
করেননি, তাঁর মুখেও ছলনা ছিল না। প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছাই তিনি তাঁকে আঘাত থেকে
মুক্ত করবেন। ১১ *যদি সংস্কার-বলি উৎসর্গ কর, তাহলে তোমাদের প্রাণ দীর্ঘায়ু এক*
বংশকে দেখতে পাবে। ১২ *প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছাই তিনি তাঁর আন্তর পীড়ন থেকে তাঁকে*

(ক) সাম ১২:৪-৬।

মুক্ত করবেন, তাঁকে আলো দেখাবেন, তাঁকে জ্ঞান দানে গঠন করবেন, এবং এমন
ধর্মাত্মাকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন যিনি অনেককে উত্তমরূপে সেবা করলেন।
তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন, [১৩] *তাই উত্তরাধিকার রূপে বহু মানুষকে*
পাবেন ও ক্ষমতাশালীদের লুটের মাল ভাগ করে নেবেন; কেননা তাঁর প্রাণ মৃত্যুর
হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছিল, এবং নিজে অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হয়েছিলেন।
[১৪] *তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করেছিলেন ও তাদের পাপের জন্য তাঁকে মৃত্যুর*
হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল (ক)।

[১৫] শাস্ত্রে আরও বলে:

কিন্তু আমি তো কীট, মানুষ নই,
লোকদের অপবাদ, জনতার অবজ্ঞার পাত্র।
[১৬] *আমাকে দেখে সকলে উপহাস করছিল,*
মুখ বেঁকিয়ে মাথা নাড়াচ্ছিল; বলছিল:
প্রভুর উপর ও নির্ভর করেছে, ওকে তিনিই রেহাই দিন;
ওকে তিনিই উদ্ধার করুন যেহেতু তিনি তা-ই ইচ্ছা করেন (খ)।

[১৭] প্রিয়জনেরা, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কেমন আদর্শ আমাদের দেওয়া হচ্ছে: প্রভু যখন এতই বিনম্র হলেন, আমরা যারা তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের জোয়ালের অধীনে এসেছি, সেই আমরা তখন কী করব?

১৭। এসো, আমরা তাঁদেরও অনুকারী হই, যাঁরা খ্রীষ্টের আগমনের বার্তা প্রচারে
ছাগ ও ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন; আমরা নবী এলিয়, এলিসেয় ও
এজেকিয়েলের কথা, আর এঁদের সঙ্গে প্রাচীনকালের সকল স্মরণীয় লোকদের কথা
বলছি। [২] মহাস্মরণীয় হলেন সেই আব্রাহাম, যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেও
বিনম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের গৌরবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছিলেন, *আমি ধুলা, আমি ছাই*
মাত্র। [৩] তাছাড়া যোব বিষয়ে একথা লেখা আছে, *যোব ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান* (গ)*;*
পরমেশ্বরকে ভয় করতেন এবং অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন। [৪] অথচ তিনি নিজেকে
অভিযুক্ত করে বলেন, *কোন মানুষ কলুষ থেকে মুক্ত নয়, তার আয়ু একদিন মাত্র*
হলেও নয় (ঘ)। [৫] মোশী *ঈশ্বরের গোটা গৃহের মধ্যে বিশ্বস্ত মানুষ* বলে অভিহিত
হলেন (ঙ), আর তাঁর সেবাকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর আঘাত ও নিপীড়ন দ্বারা মিশর দণ্ডিত
করলেন; অথচ তিনি মহাগৌরব লাভ করা সত্ত্বেও কখনও বড় বড় কথা বলেননি,
বরং সেই ঝোপের ভিতর থেকে তাঁকে দিব্যবাণী দেওয়া হলে তিনি বললেন, *আমি*

(ক) ইসা ৫৩:১-১২। লক্ষণীয় বিষয়: লুকের মত (লুক ১২:৩৭; শিষ্য ৮:৩০-৩৫ প্রভৃতি) ক্লেমেণ্টও প্রাক্তন সন্ধির কতগুলো বচন এমন ভাববাণী বলে উপস্থাপন করেন যেগুলো খ্রীষ্টকেই লক্ষ করে।
(খ) সাম ২২:৭-৯।
(গ) যোব ১:১।
(ঘ) যোব ১৪:৪-৫।
(ঙ) গণনা ১২:৭।

কে যে তুমি আমাকেই প্রেরণ করবে? [ক] *আমার কণ্ঠ তো ক্ষীণ, নিজেও বাকপটু নই* [খ] ; [৬] আরও বলেন : *আমি তো হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্প মাত্র* [গ]।

১৮। বিখ্যাত দাউদ সম্বন্ধে আমরা কী বলব? তাঁর বিষয়ে ঈশ্বর বললেন, *আমি যেসের পুত্র দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ; তাঁকে অনন্তকালস্থায়ী কৃপায় অভিষিক্ত করেছি* [ঘ]। [২] অথচ তিনিও প্রভুকে বলেন,

আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে;
তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।
৩ *আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,*
আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।
কেননা আমার অপরাধ আমি তো জানি;
আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ;
৪ *তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ;*
তোমার চোখে যা কুৎসিত, তাই করেছি আমি।
তা-ই বলি যাতে তোমার বাণীতে তুমি ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হতে পার,
ও বিচারের সময়ে যেন বিজয়ী হতে পার।
৫ *দেখ! অন্যায়েই হয়েছে আমার জন্ম,*
পাপেই আমার জননী আমায় গর্ভধারণ করলেন।
৬ *দেখ! সত্যনিষ্ঠায় তুমি প্রীত,*
ও তোমার প্রজ্ঞার নিগূঢ় সত্য ও রহস্য দেখিয়েছ আমায়।
৭ *হিসোপ দিয়ে আমায় পাপমুক্ত কর, তবেই শুদ্ধ হব;*
আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব;
৮ *আমাকে শোনাও পুলক ও আনন্দের সুর,*
মেতে উঠবে আমার এই চূর্ণ হাড়।
৯ *আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ,*
আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।
১০ *আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর আমার,*
আমার অন্তরাজিতে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
১১ *তোমার শ্রীমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ো না কো দূরে,*
আমা থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে করো না হরণ।
১২ *আমাকে ফিরিয়ে দাও তোমার ত্রাণের পুলক,*
তোমার আত্মা দানে আমাকে বলবান কর:

(ক) যাত্রা ৩:২।
(খ) যাত্রা ৪:১০।
(গ) অজানা কেনো হিব্রু লেখকের বচন।
(ঘ) সাম ৮৯:২১।

সেই আত্মাই আমাকে চালনা করবেন।
১৩ *আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথসকল,*
পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।
১৪ *হে পরমেশ্বর, আমার ত্রাণেশ্বর, রক্তপাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,*
১৫ *আর আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।*
হে প্রভু, খুলে দাও আমার মুখ,
আর আমার ওষ্ঠ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।
১৬ *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি দিতাম,*
তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।
১৭ *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি,*
ভগ্ন চূর্ণ হৃদয়কে পরমেশ্বর অবজ্ঞা করেন না [ক]।

১৯। তেমন মহা বিখ্যাত বহু মানুষের বিনম্রতা ও বাধ্যতা আমাদের শুধু নয়, যারা তাঁর বচনগুলো ভয় ও সত্যের আশ্রয়ে গ্রহণ করেছিল, আমাদের সেই পূর্ববর্তী যুগের মানুষদেরও ভালো করে তুলেছে। ২ অতএব, তেমন মহান ও উৎকৃষ্ট কর্মকীর্তির অংশীদার হয়ে উঠে, এসো, সেই শান্তির লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হই যা আদি থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে; এসো, বিশ্বজগতের পিতা ও স্রষ্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি [খ], ও তাঁর অপরূপ ও অতুলনীয় শান্তিদায়ী মঙ্গলদান ও তাঁর যত উপকারে আঁকড়ে থাকি। ৩ এসো, তাঁর কথা ধ্যান করি; এসো, মনশ্চক্ষু দিয়ে তাঁর এত সহিষ্ণু সঙ্কল্প নিরীক্ষণ করি; এসো, ভেবে দেখি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তিনি কতই না ধৈর্যশীল।

২০। যার গতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, সেই আকাশমণ্ডল শান্তির সঙ্গেই তাঁর প্রতি বাধ্য; ২ দিবস ও রাত্রি পরস্পরের কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট দৌড় পালন করে থাকে; ৩ তাঁর পরিচালনা মতো সূর্য চন্দ্র ও তারকা-বাহিনী নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও নিজ নিজ কক্ষপথ ভ্রষ্ট না হয়ে আপন নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে থাকে; ৪ কোন অমত প্রকাশ না করে ও তাঁর কোন নিয়ম পরিবর্তন না করে পৃথিবী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যথাসময় উর্বর হয় ও মানুষ, পশু ও সমস্ত জীবজন্তুর জন্য অপর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে; ৫ একই বিধি অগম্য অতলদেশ ও গভীরতম

(ক) সাম ৫১:৩-১১।
(খ) প্রাক্তন সন্ধির কতিপয় প্রমাণ উপস্থাপন করার পর, এবার ক্লেমেণ্ট আর কতগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করেন যেগুলো সৃষ্টি-ভিত্তিক, কেননা সেকালের ধারণাই যে প্রাক্তন সন্ধির মত সৃষ্টিও খ্রীষ্টের কথা বুঝবার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ। এর যুক্তি এরূপ: যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বজগৎকে শৃঙ্খলা ও শান্তিতেই স্থাপন করলেন, সেজন্য যে কেউ ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে ইচ্ছা করে সে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করবে। বাণীপ্রচারের তেমন সৃষ্টি-ভিত্তিক পদ্ধতি বিশেষভাবে বিধর্মীদের উদ্দেশ করেই ব্যবহার করা হত, কেননা প্রাক্তন সন্ধির প্রস্তুতি-বঞ্চিত বলে বিধর্মীরা খ্রীষ্টের কথা বুঝবার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। শিষ্যচরিতও তেমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল (শিষ্য ১৪:১৫-১৭; ২৭:২২-৩১)।

অধোলোক নিয়ন্ত্রণ করে; [৬] তাঁর আদেশে সেই বিরাট ও সীমাহীন সাগর নির্ধারিত এলাকায় একীভূত হয়ে থেকে আদিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে না, বরং সেইভাবে ব্যবহার করে ঈশ্বর যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, [৭] কেননা তিনি বলেছিলেন, *তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়; এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে* [ক]। [৮] মানুষের পক্ষে পারের অসাধ্য সেই মহাসাগর ও তার অতীতে যত জগৎ প্রভুর একই শাসন দ্বারা শাসিত। [৯] গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ইত্যাদি ঋতু শান্তি বজায় রেখে একটার পর একটা এগিয়ে আসে; [১০] বায়ু-বাতাস যথাসময় কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে থাকে; চিরস্থায়ী জলের উৎসধারা মানুষের বিনোদন ও স্বাস্থ্যের জন্য সৃষ্ট হয়ে মানবজীবনের জন্য অবিরত জল সরবরাহ করে থাকে; ক্ষুদ্রতম প্রাণীও শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

[১১] নিখিলের মহাস্রষ্টা ও প্রভু আদেশ করেছেন, এসব কিছু শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে ঘটতে থাকবে; তিনি সবকিছুর প্রতি উপকারী, কিন্তু বিশেষভাবে আমাদেরই প্রতি, যারা তাঁর দয়ায় আশ্রয় নিয়েছি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে [১২] যাঁর গৌরব ও মহিমা হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

২১। প্রিয়জনেরা, আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাল ও সদ্‌গুণমণ্ডিত কাজ না করি ও তাঁর যোগ্য নাগরিক না হই, তবে সাবধান থাক, পাছে আমাদের প্রতি তাঁর এত বহু ও মহান উপকার আমাদের বিচারদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। [২] কেননা শাস্ত্রের এক স্থানে তিনি বলেন, *প্রভুর আত্মা এমন মশালের মত যা হৃদয়ের অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে* [খ]।

[৩] এসো, ভেবে দেখি তিনি কতই না কাছে রয়েছেন; এও ভেবে দেখি যে, আমাদের মনোভাব বা সঙ্কল্পের কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না। [৪] অতএব এ সমীচীন যে, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা থেকে দূরে সরে না যাই। [৫] এসো, ঈশ্বরের চেয়ে আমরা বরং যেন নির্বোধ ও অবিবেচক সেই মানুষকেই অবজ্ঞা করি যারা দাম্ভিক ও নিজেদের অসার কথা নিয়ে গর্ব করে। [৬] এসো, আমরা সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতি সম্মান দেখাই, যাঁর রক্ত আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে; যাঁরা আমাদের শাসন করেন, তাঁদের সম্মান করি, গুরুজনদের প্রতি মর্যাদা দেখাই, যুবকদের ঈশ্বরভীতি-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তুলি, আমাদের স্ত্রীদের মঙ্গলের দিকে চালিত করি; [৭] তারা যেন শুচিতার বিনয়ী আচরণ দেখায়, কোমলতার মনোভাবের প্রমাণ দেয়, নীরবতা বজায় রেখে জিহ্বা-সংযম প্রকাশ করে, পক্ষপাত না ক'রে যেন সেই সকলেরই কাছে প্রীতি-স্নেহ দেখায় যারা পবিত্রতার সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করে। [৮] আমাদের সন্তানেরা যেন খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় অংশ নেয়, যেন শিখতে পারে ঈশ্বরের কাছে বিনম্রতা কতই না শক্তিশালী, ঈশ্বরের কাছে পুণ্যপ্রেম কতই না পরাক্রমী, ও তাঁর ভয় কতই না সুন্দর ও মহান—

(ক) আদি ১:৯।
(খ) প্রবচন ২০:২৭।

সেই ভয়ই তো তাদের সকলকেই ত্রাণ করে যারা শুচি মনে সেই ভয়তে পবিত্রতার
সঙ্গে জীবনযাপন করে। [৯] কেননা তিনি সমস্ত মনোভাব ও বাসনা তলিয়ে দেখেন;
তাঁর প্রাণবায়ু আমাদের অন্তরে, আর যখন ইচ্ছে তিনি তখন তা কেড়ে নেন।

২২। খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাস এসব কিছু সপ্রমাণ করে থাকে, কারণ তিনি নিজে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের এভাবে আহ্বান করেন,

এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।
[২] *কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ? মঙ্গলদিন দেখা যার আকাঙ্ক্ষা?*
[৩] *কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ, ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ,*
[৪] *পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর,* [৫] *শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।*
[৬] *ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ,*
তাদের যাচনার প্রতি তাঁর কান;
কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছেদ করার জন্য।
[৭] *ধার্মিক চিৎকার করে, প্রভু শোনেন,*
তার সকল সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করেন।
[৮] *ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে,*
কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন [ক]।

[৯] আরও:

দুর্জনের অনেক যন্ত্রণা আছে,
কিন্তু প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপাই তাকে ঘিরে থাকে [খ]।

২৩। যারা তাঁকে ভয় করে, সেই মহাদয়াবান ও উপকর্তা পিতা তাদের প্রতি করুণা
দেখান; যারা সরল মনে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, তিনি তাদের উপর আপন
অনুগ্রহদানগুলি বর্ষণ করেন। [২] সুতরাং এসো, আমরা যেন দুমনা না হই, আমাদের
প্রাণও যেন তাঁর উৎকৃষ্ট ও গৌরবময় দানগুলিকে নিয়ে গর্বোদ্ধত না হয়; [৩] এর ফলে
যেন শাস্ত্রের এই উক্তি আমাদের বেলায় প্রযোজ্য না হয়, তথা: *ধিক সেই দুমনা মানুষদের
যারা মনে মনে সন্দেহ করে বলে: এসব কিছু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়
থেকেই শুনে আসছি; দেখ, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি অথচ সেই সবকিছু এখনও সিদ্ধিলাভ
করেনি।* [৪] *হে অবোধ মানুষ, নিজেদের তুলনা কর একটা গাছের সঙ্গে: আঙুরলতাকে
লক্ষ কর, প্রথমে সে নিজের পাতাগুলো হারায়, পরে কুঁড়ির উদ্ভব হয়, তারপর পল্লব,
তারপর ফুল, তারপর আশুপক্ক আঙুরগুচ্ছ, আর অবশেষে পরিপক্ক আঙুর দেখা দেয়* [গ]।

(ক) সাম ৩৪:১২০১৮,২০।
(খ) সাম ৩২:১০।
(গ) উদ্ধৃতাংশটা স্বীকৃত বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত অংশ নয়।

৫ দেখ কেমন অল্প সময়ের মধ্যেই একটা গাছের ফল পরিপক্বতা অর্জন করে! সত্যিই, তাঁর ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে, এমনকি হঠাৎ সিদ্ধিলাভ করবে, যেমনটি শাস্ত্র সাক্ষ্যদান করে বলে: *তিনি শীঘ্রই আসবেন, দেরি করবেন না* (ক); *প্রভু হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; আসবেন সেই পবিত্রজন যাঁকে তোমরা অপেক্ষা করছ* (খ)।

২৪। এসো, প্রিয়জনেরা, একথা ভাবি, কেমন করে মহাপ্রভু আমাদের অবিরতই দেখাচ্ছেন এমন ভাবী পুনরুত্থান হবে (গ), যার প্রথমফল তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করায়ই উপস্থাপন করেছেন। ২ এসো, প্রিয়জনেরা, কালচক্রে প্রতীয়মান পুনরুত্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করি। ৩ দিন ও রাত আমাদের একপ্রকার পুনরুত্থান দেখায়: রাত নিদ্রা গেলে দিনের আবির্ভাব, দিন প্রস্থান করলে রাতের আগমন। ৪ এসো, ফসলের কথা ধরি: বীজ কী, ও কীভাবে অঙ্কুরিত হয়? ৫ বীজবুনিয়ে বেরিয়ে পড়ে এক একটা বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আর সেগুলো মাটিতে পড়ে শুষ্ক ও কেমন যেন উলঙ্গ হয়ে পচে। তারপর মহাপ্রভুর সুব্যবস্থার মাহাত্ম্য অবক্ষয় থেকে সেগুলোকে পুনরুত্থিত করে, এবং এক বীজ থেকে বহু বীজ উৎপন্ন করে ও সেগুলোকে ফলদায়ী করে তোলে।

২৫। এসো, সেই আশ্চর্য চিহ্নের কথা ভাবি যা প্রাচ্য দেশগুলোতে অর্থাৎ আরবের নিকটবর্তী দেশগুলোতে ঘটে। ২ সেখানে এমন একটা পাখি আছে যার নাম ফিনিক্স। নিজ প্রজাতির মধ্যে পাখিটা একক, আর সে পাঁচশ' বছর বাঁচে। সে যখন অনুভব করে মৃত্যু আসন্ন তখন এমন বাসা বাঁধে যা ধূপধুনো, গন্ধনির্যাস ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে তৈরী; এবং সময় হলে পাখিটা সেই বাসায় ঢুকে মরে। ৩ কিন্তু, তার মাংস ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একটা পোকা জন্ম নেয় যা পচনশীল লাশে পরিপুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পায়, পাখা গজায় ও শক্তিশালী হয়। পরে যে বাসায় তার জন্মদাতার হাড় রয়েছে সেই বাসা তুলে তা বহন করতে করতে আরব থেকে মিশরে অবস্থিত এক শহরে যাত্রা করে যার নাম এলিওপোলিস। ৪ সেখানে এসে পৌঁছে পাখিটা দিনের বেলায় সকলের দৃষ্টিগোচরে সূর্য-বেদির উপরে উড়ে এসে সেখানে সেই হাড়গুলো রেখে দেয়। তেমন কাজ সমাধা করে পাখিটা নিজের দেশে ফিরে যায়। ৫ তখন যাজকেরা বংশতালিকার লিপিফলক পরীক্ষা করে স্বীকার করে যে পাখিটা ঠিক পাঁচশ' বছর পূর্ণ হলেই এসেছে (ঘ)।

(ক) ইসা ১৩:২২।
(খ) মালাখি ৩:১।
(গ) 'পুনরুত্থান' বিষয়টি উত্থাপনের উদ্দেশ্যই যাতে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগত হয়ে ও শেষ বিচারের কথা মনে রেখে জীবনযাপন করি। ১ করি ১৫ অনুসারে, আমাদের ভাবী পুনরুত্থান সকল মানুষের ও বিশেষভাবে যীশুরই পুনরুত্থানের উপরে স্থাপিত।
(ঘ) সেকালের সকল মানুষের মত ক্লেমেণ্টও মনে করতেন উল্লিখিত কাহিনী সত্যাশ্রয়ী। তবু খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে কাহিনীটার কোন সম্পর্ক নেই।

২৬। যখন একটা পাখির মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর মহৎ ও সুন্দরতম প্রতিশ্রুতি সপ্রমাণ করেন তখন আমরা এ কি অধিক মহৎ ও অধিক অদ্ভুত মনে করব যে বিশ্বনির্মাতা তাদেরই পুনরুত্থিত করেন যারা পবিত্রতা, ভরসা ও ন্যায় বিশ্বাসে তাঁর সেবা করে? [২] শাস্ত্রে বলে: *তুমি আমাকে পুনরুত্থিত করবে আর আমি তোমার প্রশংসা করব* [ক]। আরও, *শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, পরে আবার জেগে উঠলাম কারণ তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ* [খ]। [৩] এবং যোব আরও বলেন: *আমার এই যে মাংস এতখানি অমঙ্গল সহ্য করেছে তুমি তা পুনরুত্থিত করবে* [গ]।

২৭। সুতরাং এ আশা নিয়ে আমাদের আত্মা তাঁর প্রতি আবদ্ধ থাকুক, কারণ তিনি আপন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত ও আপন বিচারগুলিতে ন্যায়শীল [ঘ]। [২] যিনি মিথ্যা বলতে নিষেধাজ্ঞা দিলেন, তিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবেন না, কেননা মিথ্যাকথা বলা ছাড়া ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। [৩] সেজন্য এসো, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনঃপ্রজ্বলিত করে তুলি, এবং একথা ভাবি যে, সবকিছু তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। [৪] আপন মাহাত্ম্যের বাণীগুণে তিনি সবকিছু স্থাপন করলেন, আবার আপন বাণীগুণে সেসব কিছু বিনাশ করতে পারেন। [৫] *কেইবা তাঁকে বলতে পারবে, 'আপনি কী করলেন?' আর কেইবা তাঁর শক্তির পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?* [ঙ] যখন ইচ্ছা করবেন ও যেভাবে ইচ্ছা করবেন, তখনই তিনি সবকিছু সাধন করবেন, আর তাঁর কোন বিধি লোপ পাবে না। [৬] তাঁর সম্মুখে সবকিছুই রয়েছে, আর কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছাকে এড়াতে পারেনি, [৭] কারণ

> *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব,*
> *গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি;*
> *দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে,*
> *রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে।*
> *নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী,*
> *শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর* [চ]।

২৮। অতএব, যেহেতু সবকিছু তাঁর দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হয়, সেজন্য এসো, আমরা তাঁকে ভয় করি ও কুকর্মের যত অসার কামনা পরিত্যাগ করি, যেন আগামী বিচারের সামনে তাঁর দয়ায় আশ্রয় পেতে পারি। [২] কেননা আমাদের যে কোন একজন তাঁর শক্তিশালী হাত থেকে কোথায় বা উড়ে যেতে পারে? আর কোন্ জগৎ তাদের গ্রহণ করবে যারা

(ক) সাম ২৮:৭।
(খ) সাম ৩:৬।
(গ) যোব ১৯:২৬।
(ঘ) ঈশ্বরের বিচারের কথা এমনিই জাগে যখন আমরা ভাবী পুনরুত্থানের কথা ভাবি।
(ঙ) প্রজ্ঞা ১২:১২; ১১:১২।
(চ) সাম ১৯:২-৪।

তাঁর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে? ৩ বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, *আমি কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় নিজেকে লুকাতে পারব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পৃথিবীর প্রান্তসীমায় যদি যাই, সেখানে তোমার ডান হাত আছে; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তোমার আত্মা আছেন* (ক)। ৪ তাই কোথায় যাওয়া যাবে, বা কোথায় তাঁরই কাছ থেকে পালানো যাবে যিনি সবকিছু ঘিরে রাখেন?

২৯। সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ ও অকলুষিত হাত উত্তোলন করে ও যিনি আমাদের তাঁর নিজের স্বত্বাংশ করে তুলেছেন, আমাদের সেই কৃপাশীল ও করুণাময় পিতাকে ভালবেসে, এসো, আত্মার পবিত্রতায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। ২ কেননা লেখা আছে: *সেই পরাৎপর যখন প্রতিটি দেশকে দিতেন যার যার আপন অংশ, যখন আদমসন্তানদের পৃথক পৃথক করতেন, তখন ঈশ্বরের দূতদের সংখ্যা অনুসারে তিনি স্থির করেছিলেন জাতিগুলির সীমারেখা; কিন্তু প্রভুর স্বত্বাংশ ছিল তাঁর আপন জাতি যাকোব, ইস্রায়েলই ছিল তাঁর নির্ধারিত উত্তরাধিকার* (খ)। ৩ এবং আর এক স্থানে শাস্ত্র বলে: *প্রভু জাতিসকলের মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জনগণকে স্থির করেছেন, যেমনটি এক মানুষ তার নিজের খামারের প্রথমফসল নিজের জন্য স্থির করে; এবং পরমপবিত্রজন যিনি, তিনি তেমন জনগণের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হবেন* (গ)।

৩০। আমরা যখন সেই পবিত্রজনের অংশ, তখন এসো, পরনিন্দা, অপবিত্রতা, অশুচিতা, মাতলামি, নতুনত্বের প্রবণতা, জঘন্য ভাবাবেগ, নিন্দনীয় ব্যভিচার ও জঘন্য গর্ব এড়িয়ে সেইসব কিছুই বরং সাধন করি যা পবিত্র, ২ কারণ *ঈশ্বর দাম্ভিকদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন* (ঘ)।

৩ ঈশ্বর থেকে যাদের অনুগ্রহ দেওয়া আছে, এসো, আমরা তাদেরই আঁকড়িয়ে ধরে থাকি; যত পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে দূরে থেকে ও কথায় নয়, কাজেই ধর্মময় হয়ে উঠে, এসো, আত্মার নম্রতা ও শুচিতা বজায় রেখে সুসম্পর্ক পরিধান করি। ৪ কারণ লেখা আছে, *এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না? বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?* ৫ *সুখী সেই মানুষ—নারীজাত যে মানুষ, স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ। অতিরিক্ত কথা বলো না* (ঙ)। ৬ নিজেতে নয়, ঈশ্বরেই আমাদের প্রশংসা স্থাপিত হোক, কারণ যারা নিজেদের প্রশংসা করে, ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। ৭ ধর্মময় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি আমাদের

(ক) সাম ১৩৯:৭:১০।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩২:১-৯। এখানে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের মনোনয়ন, যা তাঁর প্রতি মানুষের আনুগত্য দাবি করে। ইস্রায়েল ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যকার ধারাবাহিকতাও লক্ষণীয়।

(গ) এখানে বাইবেলের নানা বচন একসাথে উপস্থাপিত: দ্বিঃবিঃ ৩২:৮-৯; গণনা ১৮:২৭; এজে ১৮:১২।

(ঘ) যাকোব ৪:৬ ও ১ পিতর ৫:১ (প্রবচন ৩:৩৪)।

(ঙ) যোব ১১:২-৩।

সৎকর্মের বিষয়েও সাক্ষ্যদান অন্য মানুষের কাছ থেকেই আসুক। [৮] স্পর্ধা, দুঃসাহস ও দম্ভ তাদেরই চিহ্ন, যারা ঈশ্বর থেকে পরিত্যক্ত; শালীনতা, বিনম্রতা ও কোমলতা তাদেরই অনুচর, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র।

৩১। সুতরাং এসো, তাঁর আশীর্বাদ আঁকড়িয়ে ধরে থাকি ও আশীর্বাদের পথগুলির অন্বেষণ করি। এসো, প্রাচীনকালের ঘটনা স্মরণ করি। [২] আমাদের পিতা আব্রাহাম কেন আশীর্বাদের পাত্র হলেন, যদি-না এ কারণেই যে তিনি বিশ্বাসগুণে ধর্মময়তা ও সত্যের সাধক হলেন? [৩] ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ইসায়াক বলি হবার জন্য আনন্দের সঙ্গেই [ক] নিজেকে চালিত হতে দিলেন। [৪] ভাইয়ের জন্য যাকোব বিনম্রতার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করে লাবানের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করলেন: তাঁকেই ইস্রায়েলের বারোটি কুলের রাজদণ্ড দেওয়া হল।

৩২। আর যে কেউ এসব কিছু সরল মনে তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে, যে সমস্ত দান তাকে দেওয়া হয়েছে সে তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। [২] যাকোব থেকেই তো আগত সেই সকল যাজক ও লেবীয় যারা ঈশ্বরের বেদির পরিসেবক; তাঁর কাছ থেকেই আগত মাংস অনুসারে [খ] প্রভু যীশু; তাঁরই কাছ থেকে আগত যুদার বংশ-পরম্পরায় সমস্ত রাজা, নেতা ও শাসনকর্তা; আর অন্যান্য কুলের রাজদণ্ড কম বিখ্যাত নয়, কারণ ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, *আমি তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের মত করব* [গ]।

[৩] অতএব, এঁরা সকলে নিজেদের মধ্য দিয়ে নয়, নিজেদের কাজকর্ম গুণেও নয়, নিজেদের সাধিত ধর্মকাজ গুণেও নয়, বরং তাঁরই ইচ্ছা গুণে সুনাম ও মহিমা লাভ করলেন। [৪] সুতরাং আমরা যারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছি, আমাদের নিজেদের গুণে, কিংবা আমাদের জ্ঞান, সুবুদ্ধি, ভক্তি বা পবিত্র অন্তরে সাধিত কোন কাজকর্মের গুণে নয়, বরং সেই বিশ্বাস গুণেই ধর্মময় হয়ে উঠি, যে বিশ্বাস গুণে জগতের শুরু থেকে সকল মানুষকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করলেন সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৩৩। তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করব? আমরা কি সৎকর্মে শিথিল ও ভালবাসায় ক্ষান্ত

(ক) আদি ২২:৭। আদিপুস্তক কিন্তু ইসায়াকের আস্থা ও আনন্দের কথা উল্লেখ করে না; এক্ষেত্রে ক্লেমেন্ট ইহুদী পরম্পরাগত একটা উপদেশের উপর নির্ভর করেন।

(খ) রোমীয় ৯:৫ দ্রঃ।

(গ) আদি ১৫:৫; ২২:১৭; ২৬:৪। পরবর্তী বচনগুলোতে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুগ্রহই হল আমাদের ধর্মময়তা ও পবিত্রীকরণের প্রধান ও মৌলিক ভিত্তি। কেবল নিজের উপর নির্ভর করলে মানুষ স্বশক্তিতে নিজের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তবুও পরবর্তী পংক্তি আনুষঙ্গিক আর একটা সত্যের উপরেও জোর দেয়, তথা: পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাথে সাথে নিজের সহযোগিতাও দান করবে যা শুভকর্ম, ভ্রাতৃপ্রেম ও অন্য মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখায় সাধিত।

হব? তা মহাপ্রভু যেন না ঘটতে দেন—কমপক্ষে আমাদের বেলায়! আমরা বরং দৃঢ়তা ও আগ্রহের সঙ্গে যেন যত সৎকর্ম সাধনে তৎপর হই। [২] কেননা বিশ্বের নির্মাতা ও মহাপ্রভু নিজ কর্মে উল্লসিত। [৩] তিনি নিজ অসীম মহত্ত্বে আকাশমণ্ডল স্থাপন করলেন, ও তাঁর দুর্জ্ঞেয় সুবুদ্ধিতে তা অলঙ্কৃত করলেন; তিনি পৃথিবীকে তার চারদিকের জল থেকে পৃথক করলেন, ও তাঁর আপন ইচ্ছার অটল ভিত্তির উপরে তা অবিচল করলেন; তিনি চাইলেন, পৃথিবীতে জীবজন্তুও থাকবে; সমুদ্র ও তার মধ্যে যত প্রাণীকে তিনিই প্রস্তুত করলেন ও আপন শক্তিতে তা সীমাবদ্ধ করলেন। [৪] সর্বোপরি তিনি আপন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হাতে আপন সাদৃশ্যে শ্রেষ্ঠজীব ও বুদ্ধির জন্য অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন সেই মানুষ গড়লেন; [৫] কেননা ঈশ্বর একথা বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি; ঈশ্বর মানুষ নির্মাণ করলেন, পুরুষ ও নারী করে তাকে নির্মাণ করলেন।* [৬] এসব কিছু শেষ করার পর তিনি তার প্রশংসা ও আশীর্বাদ করে বললেন, *তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর* (ক)।

[৭] এসো, লক্ষ করি কেমন করে ধার্মিক সকলেই সৎকর্মে ভূষিত হল; এমনকি প্রভু নিজেই নিজেকে সৎকর্মে ভূষিত করে আনন্দ পেলেন। [৮] সুতরাং, তেমন দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হয়ে, এসো, তাঁর ইচ্ছা বিলম্ব না করেই পালন করি, ধর্মময়তার কাজ যথাশক্তি সাধন করি।

৩৪। সৎ মজুর গর্বের সঙ্গেই নিজ শ্রমের অন্ন নেয়; অন্যদিকে শিথিল ও উদাসীন মজুর মনিবকে মুখোমুখি দেখতে পারে না; [২] এজন্য সৎকর্মে আমাদের তৎপর হতে হবে, কারণ সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে আগত। [৩] বস্তুত তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *দেখ, প্রভু আসছেন, তাঁর মজুরি আছে তাঁরই সামনে, তিনি যেন সকলকে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দিতে পারেন* (খ)। [৪] এজন্য আমরা যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাসি, তিনি এ আমাদের উপদেশ দেন যেন যে কোন সৎকর্মে শিথিল ও উদাসীন না হই। [৫] আমাদের গৌরব ও আস্থা ঈশ্বরেই থাকুক; এসো, আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন হই; স্বর্গদূতদের গোটা বাহিনীর কথা ভেবে দেখি, তাঁরা কেমন করে প্রস্তুত থেকে তাঁর ইচ্ছার সেবা করে চলেন। [৬] এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *লক্ষ লক্ষ দূত তাঁর সেবা করছিলেন* (গ), এবং কোটি কোটি দূত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন; *তাঁরা গান করছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু, তাঁর গৌরব সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত* (ঘ)। [৭] ফলে এসো, সচেতন হয়ে ও সুসম্পর্কের বন্ধনে একত্র হয়ে আমরাও

(ক) আদি ১:২৬-২৮। পরবর্তী পংক্তি সৃষ্টি সংক্রান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা উপস্থাপন করে: সৃষ্টজগৎ হল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মঙ্গলময়তার অভিব্যক্তি, সুতরাং মানুষ ঈশ্বরের অনুরূপে ব্যবহার করবে। তাতে এসত্য ভেসে ওঠে যে, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্মে একপ্রকার অংশগ্রহণ করতেও আহূত।

(খ) ইসা ৪০:১০; প্রবচন ২৪:১২।

(গ) দানিয়েল ৭:১০।

(ঘ) ইসা ৬:৩।

একসুরে তাঁর কাছে আমাদের চিৎকার তুলি, যেন তাঁর মহা ও গৌরবময় প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে পারি; [৮] কেননা তিনি বলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁর প্রত্যাশায় আছে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* [ক]।

৩৫। প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের দানগুলি কতই না চমৎকার ও অপরূপ! [২] অমর জীবন, ধর্মময়তা জনিত জ্যোতি, স্বাধীনতার আশ্রয়ে সত্য, আস্থাপূর্ণ বিশ্বাস, পবিত্র শুচিতা: এমনকি এসব কিছু আমাদের চেতনার আয়ত্তে! [৩] তবে যে দানগুলি ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেগুলি কী কী? সর্বযুগের সেই নির্মাতা ও মহাপ্রভু, সেই পরমপবিত্রজন, তিনিই তো সেগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য জানেন। [৪] সুতরাং এসো, সংগ্রাম করি যেন তাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেন অঙ্গীকৃত দানগুলির সহভাগী হতে পারি।

[৫] কিন্তু প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারবে? [খ] যত অন্যায়, অধর্ম, কৃপণতা, বিভেদ, শঠতা, চালাকি, পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈশ্বরঘৃণা, গর্ব, দর্প, দম্ভ ও আতিথেয়তা-শূন্যতা আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়ে আমাদের মন যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরে স্থির থাকে, আমরা যদি সেই সবকিছুর অন্বেষণ করি যা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণীয়, আমরা যদি সেই সবকিছু পূরণ করি যা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা অনুযায়ী, ও তাঁর সত্যপথ পালন করি, তবেই সেগুলি লাভ করব। [৬] কেননা যারা সেসব কিছু করে, তারা সকলে ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র; এমনকি যারা তা করে, তারা শুধু নয়, যারা তাতে প্রীত, তারাও; [৭] কারণ শাস্ত্র বলে,

কিন্তু পাপীকে পরমেশ্বর বলেন,
কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর?
কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন?
[৮] *তুমি তো যে শৃঙ্খলা ঘৃণা করেছ,*
পিছনে ফেলে দিয়েছ আমার বাণীসকল।
চোরকে দেখে তুমি তার সঙ্গে কত খুশি ছিলে,
ব্যভিচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বই করছিলে;
তোমার মুখ অনিষ্ট কথনে পূর্ণ ছিল,
ছলনাই আঁটছিল তোমার জিহ্বা;
সারাদিন বসে তুমি তোমার ভাইদের বিরুদ্ধে কথা বলছিলে,
আপন সহোদরদের কুৎসা রটাচ্ছিলে।
[৯] *তুমি তাই করছিলে আর আমি নীরব থাকতাম;*
হে দুর্জন, তুমি মনে করছিলে আমি তোমার মত।

(ক) ইসা ৬৪:৪; ৬৫:১৬।
(খ) অনুগত স্বর্গদূতদের উদাহরণ ছাড়া ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য দেখাবার আর একটি কারণ হল ঈশ্বরের চিরন্তন মঙ্গলদানগুলো পাবার আশা। কিন্তু করিন্থীয়দের অমিল সেই আশা নষ্টই করে।

[১০] *আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করব,*
তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিযুক্ত করব।
[১১] *একথা শিখে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ,*
পাছে তিনি সিংহের মত তোমাদের কেড়ে নেন,
তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।
[১২] *স্তুতি-যজ্ঞই আমাকে গৌরবান্বিত করবে,*
এটিই সেই পথ যে পথ ধরে আমি তাকে দেখাব ঈশ্বরের পরিত্রাণ [ক]।

৩৬। প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যীশুখ্রীষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক [খ]।

[২] তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা উর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা*, তিনি *স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে* [গ]। [৩] বস্তুতপক্ষে লেখা রয়েছে,

তিনিই তো আপন দূতদের যেন বাতাসের মত,
ও আপন সেবকদের যেন অগ্নিশিখার মত করে তোলেন [ঘ],
[৪] কিন্তু আপন পুত্র বিষয়ে মহাপ্রভু বললেন,
তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম [ঙ]।
আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ [চ]।

[৫] তিনি তাঁকে আরও বলেন,

আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ [ছ]।

[৬] তবে এ শত্রুরা কারা? যারা দুর্জন, যারা তাঁর ইচ্ছার বিরোধী, তারাই।

(ক) সাম ৫০:১৬-২৩।
(খ) যীশুর সাধিত পরিত্রাণকর্ম ও তাঁর গৌরবায়ন যা এখানে উল্লিখিত, হিব্রুদের কাছে পত্রের কথা ধ্বনিত করে। এজন্যই ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কয়েকজন একথা সমর্থন করেন যে, ক্লেমেণ্টই হিব্রুদের কাছে পত্রের লেখক।
(গ) হিব্রু ১:৩-৪।
(ঘ) হিব্রু ১:৭-৮ (সাম ১০৪:৪)।
(ঙ) হিব্রু ১:৫ (সাম ২:৭)।
(চ) সাম ২:৮।
(ছ) হিব্রু ১:১৩ (সাম ১১০:১)।

৩৭। অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আদেশগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। [২] এসো, ভেবে দেখি, যারা আমাদের সেনাপতিদের অধীনে সংগ্রাম করে তারা কতই না শৃঙ্খলার সঙ্গে, কতই না তৎপরতা ও বাধ্যতার সঙ্গে তাদের আদেশ পালন করে![ক] [৩] সকলেই যে অধিপতি বা সহস্রপতি কিংবা শতপতি বা পঞ্চাশপতি হতে পারে এমন নয়, এক একজন বরং নিজ নিজ পদ অনুসারে রাজা ও সেনাপতির আদেশ পালন করে। [৪] ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! [৫] এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি[খ]: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

৩৮। অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে[গ]। [২] যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। যে শুচিতা বজায় রাখে, সে যেন গর্ব না করে, সে বরং যেন স্বীকার করে, অন্য কেউই আছেন যিনি তার উপর শুচিতা বর্ষণ করেন।

[৩] সুতরাং ভ্রাতৃগণ, একটু চিন্তা করি, আমরা কোথা থেকে গঠিত হয়েছি, আমরা যে কী, জগতে আসবার সময়ে আমরা কী রকম ছিলাম; এসো, চিন্তা করি, যিনি আমাদের গড়লেন ও সৃষ্টি করলেন, তিনি কোন্ অন্ধকারময় গহ্বর থেকে[ঘ] আমাদের এজগতে বের করে এনে আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত উপকার প্রস্তুত করলেন। [৪] তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৩৯। অবোধ, বুদ্ধিহীন, অজ্ঞ ও পাগল যারা, তারা আমাদের বিদ্রূপ করে ও আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করে; আর মনে করে এভাবে নিজেদেরই বড় করে। [২] কিন্তু মরণশীল মানুষ কী করতে পারে? পৃথিবী থেকে জাত মানুষের কি মূল্য আছে?

(ক) ২ করি ১০:৩; ১ তিমথি ১:১৮; ২ তিমথি ২:৩; এফে ৬:১১-১৭ দ্রঃ।
(খ) ১ করি ১২:২১-৩১; রো ১২:৪।
(গ) এফে ৫:২১; ১ পিতর ৫:৫ দ্রঃ।
(ঘ) সাম ১৩৯:১৫ মাতৃগর্ভকে 'পৃথিবীর গভীর' বলে।

[৩] বস্তুত লেখা আছে :

আমার চোখের সামনে কোন ছায়ামূর্তি ছিল না ;
শুধু মৃদু এক মর্মরধ্বনি ও এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।
[৪] *তবে কী, মরণশীল মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র হতে পারে?*
কিংবা নিজের কাজকর্মে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?
নিজের দাসদেরও তিনি বিশ্বাস করেন না,
নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান ;
[৫] *আকাশমণ্ডলও তাঁর সাক্ষাতে অপবিত্র!*
তাহলে যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে,
অর্থাৎ সেই একই মাটিতে গড়া এই আমরা কি পবিত্র হব?
তিনি কীট যেনই ওদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন।
সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই ওরা বিলুপ্ত হল।
ওদের বিলোপ ঘটল, যেহেতু নিজেদের সাহায্য করতে অক্ষম!
[৬] *তিনি ওদের উপর ফুৎকার দিলে ওরা মরল,*
কারণ ছিল প্রজ্ঞাবিহীন।
[৭] *তবে তুমি ডাক! দেখ কেউ তোমাকে সাড়া দেবে কিনা,*
স্বর্গদূতদের একজনও তোমাকে দেখা দেবেন কিনা।
কেননা ক্ষোভ মূর্খের মৃত্যু ঘটায়,
ঈর্ষা নির্বোধের বিনাশ ঘটায়।
[৮] *আমি দেখেছিলাম, মূর্খ মাটিতে নিজের শিকড় নামাল,*
কিন্তু তার সমৃদ্ধি একনিমেষে বিলুপ্ত হল।
[৯] *তার সন্তানেরা পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হোক,*
নগরদ্বারে তারা হীন লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত হোক ;
তাদের জন্য উদ্ধারকর্তা কেউ যেন না থাকে।
কেননা নিজেদের জন্য ওরা যা প্রস্তুত করেছিল,
তা ন্যায়নিষ্ঠেরাই ভোগ করবে ;
আর ওরা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে না [ক]।

৪০। যেহেতু এসব কিছু আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, ও আমরা ঐশভাবনার গভীরে দৃষ্টিপাত করেছি [খ], সেজন্য মহাপ্রভু যথাসময় আমাদের যা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথারীতি সাধন করা আমাদের উচিত। [২] তিনি আদেশ দিয়েছেন, আমরা যজ্ঞ ও উপাসনা উদ্‌যাপন করব—আর তা যেন চিন্তাহীন ও বিশৃঙ্খল ভাবে নয়, বরং নির্ধারিত সময় ও প্রহরে করা হয়। [৩] কোথায় ও কাদের দ্বারা তিনি চান এ

(ক) যোব ৪:১৬–৫:৫; ১৫:৫।
(খ) রো ২১:৩৩; ১ করি ২:১০; প্রত্যা ২:২৪ দ্রঃ।

ধর্মানুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপিত হবে, তাঁর পরম ইচ্ছায় তিনি নিজেই তা স্থির করলেন, যেন সবকিছু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে ভক্তির সঙ্গে পালিত হয় ও তাঁর ইচ্ছার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ৪ সুতরাং যারা নির্ধারিত সময় তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করে, তারা গ্রহণযোগ্য ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ তারা মহাপ্রভুর বিধিনিয়ম পালন করে বিধায় পাপ করে না। ৫ বস্তুতপক্ষে মহাযাজককে উপযুক্ত সেবাকর্ম আরোপিত, যাজকদের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারিত, ও লেবীয়দের জন্য উপযুক্ত সেবাকর্ম আদিষ্ট। সাধারণ ভক্তজন সাধারণ ভক্তজনদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় আবদ্ধ [ক]।

৪১। ভ্রাতৃগণ, নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে আমাদের এক একজন সুযোগ্য ভাবে, সদ্বিবেক নিয়ে, নিজ নিজ সেবাকর্মের বিধিনিয়ম অতিক্রম না করে, ও ভক্তিভরেই যেন ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ২ ভ্রাতৃগণ, দৈনিক যজ্ঞ [খ] বা পাপার্থে ও সংস্কার-বলিদান [গ] সকল স্থানে নয়, কেবল যেরুসালেমেই তো উদ্‌যাপিত হয়; আর সেখানেও বলিদান সকল স্থানে নয়, কেবল পরম পবিত্রস্থানের সামনে বেদির উপরেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং বলিটাকে আগে মহাযাজক ও উপরোল্লিখিত সেবকদের দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয়। ৩ সুতরাং যে কেউ এমন বিপরীত কিছু করে যা তাঁর ইচ্ছার গ্রহণযোগ্য নয়, সে মৃত্যুদন্ড ভোগ করবে। ৪ দেখ, ভ্রাতৃগণ, আমরা যে জ্ঞানের যোগ্য হয়ে উঠেছি তা যত মহত্তর, যে বিপদের আমরা সম্মুখীন তা তত গুরুতর [ঘ]।

৪২। প্রেরিতদূতেরা প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন [ঙ]। ২ সুতরাং খ্রীষ্ট ঈশ্বর দ্বারা, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রীষ্ট দ্বারা প্রেরিত: অতএব ব্যবস্থা দু'টোই যথারীতি ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই নির্গত। ৩ তাই আদেশ গ্রহণ করে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা-প্রাপ্ত হয়ে, ও ঈশ্বরের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বস্ততা অর্জন করে তাঁরা পবিত্র আত্মায় নিশ্চিত আস্থা রেখে আসন্ন ঐশরাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন [চ]। ৪ অঞ্চলে অঞ্চলে ও শহরে শহরে বাণী ঘোষণা করতে করতে তাঁরা তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিতদের অধিক গভীরভাবে পরীক্ষা করে ভাবী বিশ্বাসীদের

(ক) হিব্রুদের কাছে পত্রের ধারণাধারা অনুসারে, ক্লেমেণ্ট প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্ব ও বলি-ব্যবস্থাকে খ্রীষ্টীয় যাজকত্ব ও বলি-ব্যবস্থার পূর্বচ্ছবি ও তার প্রস্তুতি বলে দেখেন।

(খ) যাত্রা ২৯:৩৮-৪২।

(গ) গণনা ৬; লেবীয় ৪ ও ৫।

(ঘ) খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা যদি নববিধানের যজ্ঞবলিদান সম্পাদনে ঈশ্বরের ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে পূর্ণ না করে, তবে ইহুদীদের চেয়ে বেশি পেয়েছে বলে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

(ঙ) যোহন ২০:২১; ১৭:১৮; ১ করি ৩:২৩ দ্রঃ। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরুতে সেই মূল-সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যার উপর মাণ্ডলিক অধিকার স্থাপিত।

(চ) এখানে প্রৈরিতিক প্রেরণকর্মের তিন ধাপ সুন্দরভাবে ব্যক্ত: খ্রীষ্টের প্রেরণ-আজ্ঞা (মথি ২৮:১৫; যোহন ২০:২১-২৩), পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্যদান (শিষ্য ১:২১-২২), পবিত্র আত্মার সহায়তা (শিষ্য ১:৮; ২ প্রভৃতি)।

ধর্মাধ্যক্ষ ও পরিসেবক পদে নিযুক্ত করলেন। [৫] তেমন পদ্ধতি যে নতুন, তা নয়, কারণ বহুদিন থেকেই ধর্মাধ্যক্ষ ও পরিসেবকদের কথা লেখা হয়েছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, *আমি তাদের ধর্মাধ্যক্ষদের ধর্মময়তায়, ও তাদের পরিসেবকদের বিশ্বাসে সুস্থির করব* [ক]।

৪৩। যাঁরা খ্রীষ্টে ঈশ্বর থেকে এ দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের সেই পদে নিযুক্ত করেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে?

কেননা *সমস্ত গৃহে বিশ্বস্ত সেবক* সেই ধন্য মোশীও [খ], যে আদেশগুলো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল, তা পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন; আর অন্যান্য নবীরা তাঁরই মত করে চললেন, আর তাই করে তাঁরা তার সঙ্গে সেই বিধিনিয়ম বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন যা তিনি দিয়েছিলেন। [২] কেননা যাজকত্ব নিয়ে হিংসা দেখা দিলে ও গোষ্ঠীগুলো তর্কাতর্কি করলে তাদের মধ্যে কে কে সেই গৌরবময় নামে ভূষিত, মোশী নিজে বারো গোষ্ঠীর নেতাদের আদেশ দিলেন, তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি নিয়ে আসবে আর সেই লাঠিতে গোষ্ঠীর নাম লেখা থাকবে। পেলে পর তিনি সেগুলো বেঁধে দিয়ে গোষ্ঠী-নেতাদের আঙটি দিয়ে সীলমোহর-যুক্ত করে ঈশ্বরের টেবিলের উপরে সাক্ষ্য-তাঁবুতে রেখে গেলেন। [৩] তারপর তাঁবুর দরজা বন্ধ করে তিনি লাঠিগুলো নিয়ে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে দরজা ও চাবিগুলোও সীলমোহর-যুক্ত করে [৪] তাদের বললেন, 'ভাই সকল, যে গোষ্ঠীর লাঠিতে পল্লব দেখা দেবে, সেই গোষ্ঠীকেই ঈশ্বর আপন যাজকত্ব ও ধর্মসেবার জন্য মনোনীত করবেন।' [৫] পরদিন সকালে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্রে ডাকলেন—ছয় লক্ষ মানুষ ছিল!—ও গোষ্ঠী-নেতাদের কাছে সীলগুলো দেখানোর পর সাক্ষ্য-তাঁবু খুলে লাঠিগুলো বের করে আনলেন; তখন দেখা গেল, আরোনের লাঠিতে কচি-ফুল ধরেছে শুধু নয়, ফলও ধরেছে [গ]। [৬] প্রিয়জনেরা, কী মনে কর? মোশী কি আগে থেকে জানতেন না যে তাই ঘটবে? অবশ্যই জানতেন, তবু তিনি তাই করলেন যেন ইস্রায়েলে কোন বিচ্ছেদ না ঘটে, যাতে করে সেই সত্যকার ও অনন্য ঈশ্বরেরই নাম গৌরবান্বিত হয় যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪৪। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রেরিতদূতেরা জানতেন, ধর্মাধ্যক্ষ নামের জন্য বিভেদ দেখা দেবে। [২] এজন্য, তেমন নিশ্চিত পূর্বজ্ঞান লাভে তাঁরা উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করলেন ও পর পরেই এমন ব্যবস্থা যোগ করলেন

(ক) ইসা ৬০:১৭ (সেকালের গ্রীক অনুবাদ অনুসারে)। এখানে প্রৈরিতিক পরম্পরা স্পষ্টই ব্যক্ত।
(খ) গণনা ১২:৭। পরবর্তী বচনে সেই বিশিষ্ট ধারণা আবার প্রকাশ পায় যা অনুসারে নব সন্ধি হল প্রাক্তন সন্ধির ধারাবাহিক সমাপ্তি। তেমনিভাবে খ্রীষ্টীয় সেবকদের পদ-শ্রেণি মোশীর প্রবর্তিত পদ-শ্রেণির স্থান দখল করে।
(গ) গণনা ১৭। 'সীলমোহর'-এর কথা বাইবেলে উল্লিখিত নয়; সম্ভবত তা হল সেকালে প্রচলিত ব্যাখ্যার একটি অংশবিশেষ।

যাতে তাঁরা নিদ্রা গেলে সুনামের অন্য ব্যক্তি তাঁদের সেবাকর্মের ভার বহন করে যান [ক]। [৩] অতএব, তাঁদের দ্বারা যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবার পরবর্তীকালে যাঁরা গোটা মণ্ডলীর [খ] সম্মতি ক্রমে অন্যান্যদের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সুদীর্ঘ বছর ধরে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও বিনম্রতার সঙ্গে খ্রীষ্টের পালের সেবা শান্তিতে ও নিঃস্বার্থ ভাবে করে গেলেন, সেবাকর্ম থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। [৪] বস্তুতপক্ষে, যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেলেন, আমরা ধর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলে তা লঘু পাপই হবে না। [৫] ধন্য সেই প্রবীণেরা যাঁরা নিজেদের দৌড় শেষ করে ফলপ্রসূ ও নিখুঁত সমাপ্তি অর্জন করলেন—তাঁদের তো কোন ভয় নেই, নির্ধারিত স্থান থেকে কেউই তাঁদের সরিয়ে দিতে পারবে না। [৬] তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এমন কাউকে ধর্মসেবা থেকে পদচ্যুত করেছ যাঁরা ন্যায়বান ও পুণ্য জীবনাচরণে সেই সেবা পালন করে আসছিলেন।

৪৫। ভ্রাতৃগণ, যা কিছু পরিত্রাণ সংক্রান্ত, তোমরা তা নিয়েই প্রতিযোগী ও সদাগ্রহী হও। [২] তোমরা তো পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, সেই যে শাস্ত্র সত্যাশ্রয়ী ও পবিত্র আত্মারই দেওয়া। [৩] তোমরা জান, শাস্ত্রে এমন কিছুই নেই যা অন্যায় ও জঘন্য। ধার্মিককে পুণ্যবান মানুষ দ্বারা দূর করে দেওয়া হয়েছে এমন কথা তোমরা সেখানে পাবেই না। [৪] ধার্মিকেরা নির্যাতিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুর্জনদের দ্বারা; কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মবিরোধীদের দ্বারা; অপকর্মাদের দ্বারা তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল; এমন মানুষদের দ্বারা তাঁদের হত্যা করা হল যারা অন্তরে অসার ও অন্যায়পূর্ণ হিংসা পোষণ করছিল। [৫] এসব কিছু সহ্য করে তাঁরা সহিষ্ণুতায় অপরাজেয় হয়ে উঠলেন।

[৬] তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী বলব? ঈশ্বরভীরুদের দ্বারাই কি দানিয়েলকে সিংহের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? [৭] হানানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েলকে কি তাদেরই দ্বারা অগ্নিচুল্লিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যারা পরাৎপরের মহা ও গৌরবময় ধর্ম পালন করছিল? মোটেই না! তবে কেইবা এসব কিছু করেছিল? ঘৃণ্য ও শঠতাপূর্ণ মানুষই তো এমন তীব্র রোষের পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যার ফলে যাঁরা পবিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্কল্প নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন, তারা তাঁদের নিপীড়িত করেছিল; তারা তো জানত না, যাঁরা পুণ্য অন্তরে তাঁর উৎকৃষ্ট নামের সেবা করেন, স্বয়ং পরাৎপরই তাঁদের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

[৮] কিন্তু যাঁরা ভরসার সঙ্গে এসব কিছু সহ্য করলেন, তাঁরা গৌরব ও সম্মানের

(ক) এই পদ মণ্ডলীতে প্রৈরিতিক পরম্পরার উৎপত্তি বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী।
(খ) এখানে যীশুর মনোনীত প্রেরিতদূতগণের উত্তরসূরীদের কথা বলা হচ্ছে। যদিও একথা সত্য যে, জনমণ্ডলীর সম্মতি কোন ব্যক্তির উপরে সেই অধিকার আরোপ করতে পারে না, তবু সেই সম্মতি প্রকাশ করে ভক্তদের ও ধর্মীয় সেবকদের মধ্যকার মিল ও ঐক্য।

উত্তরাধিকার পেলেন; তাঁরা ঈশ্বর দ্বারা উন্নীত হলেন, ও তাঁদের নাম তাঁর স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ হল চিরকালের মত। আমেন।

৪৬। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, আমাদেরও তেমন দৃষ্টান্ত আঁকড়িয়ে থাকতে হবে, [২] কারণ লেখা আছে, পবিত্রজনদের আঁকড়ে ধর, কারণ যারা তাদের আঁকড়ে থাকে তারা পবিত্রিত হবে। [৩] আবার অন্যত্র লেখা রয়েছে, *নিরপরাধীর সঙ্গে তুমি নিরপরাধী হবে, মনোনীতজনের সঙ্গে তুমি মনোনীত হবে; কিন্তু কুটিলের সঙ্গে তুমি কুটিল হয়ে যাবে*[ক]। [৪] তবে এসো, নিরপরাধী ও পুণ্যবান মানুষকে আঁকড়িয়ে থাকি, কারণ এরাই তো ঈশ্বরের মনোনীতজন। [৫] তোমাদের মধ্যে কেনই বা এ তর্কাতর্কি, ক্রোধ, বিচ্ছেদ ও সংগ্রাম? [৬] আমাদের কি এক ঈশ্বর, এক খ্রীষ্ট ও আমাদের উপরে সঞ্চারিত একই অনুগ্রহের আত্মা নেই?[খ] খ্রীষ্টে আমাদের আহ্বান এক নয়? [৭] কেন আমরা খ্রীষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করি? কেন আমাদের নিজেদের দেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি ও উন্মত্ততার এমন পর্যায়ে উঠি যে ভুলে যাই, আমরা পরস্পরের ভাই? প্রভু যীশুর বাণী মনে রেখ; [৮] তিনি তো বললেন, *সেই মানুষকে ধিক্! আমার মনোনীতদের একজনকেও পদস্খলিত করার চেয়ে তার পক্ষে জন্ম না নেওয়াই ভাল হত; আমার মনোনীতদের একজনকেও পথভ্রান্ত করার চেয়ে তার গলায় জাঁতাকলের পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই ভাল হত!*[গ] [৯] তোমাদের বিচ্ছেদ অনেককে পথভ্রান্ত করেছে, অনেককে নিরাশায়, অনেককে সন্দেহের হাতে, আমাদের সকলকেও দুঃখে নিক্ষেপ করেছে—আর তোমাদের বিভেদ এখনও চলছে!

৪৭। প্রেরিতদূত পলের পত্র হাতে নাও[ঘ]। [২] তাঁর প্রচারকাজের আরম্ভে তিনি তোমাদের প্রথম কী লিখেছিলেন? [৩] সত্যকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজের ও কেফাস ও আপল্লোসের কথা তোমাদের কাছে লিখেছিলেন, কারণ সেকাল থেকেও তোমাদের মধ্যে পক্ষপাতের প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। [৪] সেকালের পক্ষপাত কিন্তু তোমাদের লঘুতর অপরাধে অপরাধী করেছিল, কারণ তোমরা নামকরা প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের অনুমোদিত একটি মানুষেরই পক্ষপাত করছিলে। [৫] এবার কিন্তু দেখ কারাই বা তোমাদের নিকৃষ্ট করে তুলেছে ও তোমাদের বিখ্যাত ভ্রাতৃপ্রেমের মান ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছে! [৬] ভ্রাতৃগণ, স্থিতমূল ও প্রাচীন সেই করিন্থ-মণ্ডলী যে কেবল

(ক) সাম ১৮:২৬-২৭।
(খ) এফে ৪:৪-৬; ১ করি ৮:৬; ১২:১২-২৬। ত্রিত্বের মধ্যে যে ঐক্য বিরাজমান, সে-টিই খ্রীষ্টের দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর ঐক্যের ভিত।
(গ) মথি ২৬:২৪; ১৮:৬; মার্ক ১৪:২১; ৯:৪২; লুক ২২:২২; ২৭:১-২।
(ঘ) উল্লিখিত পত্র হল করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের প্রথম পত্র। সেই পত্রে পল অসন্তোষ দেখিয়ে বলেন যে, করিন্থে এমন কেউ কেউ আছে যারা তাঁর পক্ষপাতী, অন্য কেউ কেফাসের (পিতরের) পক্ষপাতী, আবার অন্য কেউ আপল্লোসের পক্ষপাতী। আপল্লোসই সেই ‘অনুমোদিত মানুষ’ যার কথা এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হয়।

দু' একজনের কারণে নিজের প্রবীণবর্গের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেছে তেমন কথা লজ্জাকর, অধিক লজ্জাকর ও খ্রীষ্টীয় জীবনের অযোগ্য! [৭] আর তেমন কথা আমাদের কাছে শুধু নয়, যারা আমাদের মতাবলম্বী নয়, তাদেরও কাছে পৌঁছে গেছে, ফলে প্রভু-নামের নিন্দা ঘটেছে, আর তোমরা নিজেরা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছ [ক]।

৪৮। সুতরাং এসো, এসব কিছু শীঘ্রই শেষ করে দিই, মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে চোখের জল ফেলে তাঁকে মিনতি করি তিনি যেন প্রসন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন ও আমাদের পুণ্য ও সমীচীন ভ্রাতৃপ্রেম-সাধনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। [২] কেননা এই তো জীবনের দিকে উন্মুক্ত সেই ধর্মময়তার তোরণদ্বার যা বিষয়ে লেখা আছে, *আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার; প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ।* [৩] *এই তো প্রভুর তোরণদ্বার, এর মধ্য দিয়েই ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে* [খ]। [৪] উন্মুক্ত এ তোরণদ্বার বহু বটে, কিন্তু ধর্মময়তার যে তোরণদ্বার তা হল খ্রীষ্টেরই তোরণদ্বার: সুখী তারা সকলে, যারা তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে ও শেকলাবদ্ধ ভাবে সবকিছু সম্পন্ন ক'রে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথে চরণ চালিত করেছে।

[৫] একজন মানুষ বিশ্বস্তই হোক, সত্য ব্যক্ত করায় উপযুক্তই হোক, ধর্মমত নির্ণয় ব্যাপারে প্রজ্ঞাবানই হোক, আচরণে পুণ্যবানই হোক; [৬] সে যত মহান বলে পরিগণিত, তার পক্ষে তত বিনম্র হওয়া দরকার; এবং নিজের স্বার্থ নয়, সর্বসাধারণেরই মঙ্গলের অন্বেষণ করা দরকার।

৪৯। খ্রীষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক। [২] কে ঐশভালবাসার বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারে? [গ] [৩] কে তার সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারে? [৪] যে উচ্চ পর্যায়ে সেই ভালবাসা আমাদের উন্নীত করে, তা বলার অতীত। [৫] ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* [ঘ]। ভালবাসা সবকিছু বহন করে, ভালবাসা সবকিছুতে সহিষ্ণু। ভালবাসায় নিকৃষ্ট বা উদ্ধত বলতে কিছু নেই; ভালবাসা কোন বিভেদ ঘটায় না, ভালবাসা কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না, ভালবাসা একাত্মতায় সবকিছু সাধন করে। ভালবাসায় ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা সিদ্ধতা লাভ করল। ভালবাসা বিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কিছুই নেই। [৬] ভালবাসায় মহাপ্রভু আমাদের গ্রহণ করলেন; আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই আমাদের

(ক) বিপদটা আধ্যাত্মিক হতে পারে, আবার নির্যাতন সংক্রান্তও হতে পারে, কেননা সেই বিবাদ-বিচ্ছেদ রোম-প্রশাসনের নজরে আসতে পারে।

(খ) সাম ১১৮:১৯,২০।

(গ) করিন্থীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্য অবশেষে ক্লেমেন্ট সবচেয়ে জরুরী কথা উপস্থাপন করেন, তথা ঐশভালবাসার কথা, কেননা যে সবচেয়ে গভীর বন্ধন মণ্ডলীকে মিলিত করে তা হল ঈশ্বরের ভালবাসা: ঐশভালবাসা ভাই-বোনদের সঙ্গে আমাদের মিলিত করায় ঈশ্বরের সঙ্গেই আমাদের সকলকে মিলিত করে। ১ করি ১৩ ঐশভালবাসার গুণকীর্তন করে।

(ঘ) ১ পিতর ৪:৮।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য নিজের রক্ত, আমাদের মাংসের জন্য নিজের মাংস, ও আমাদের প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ দান করলেন [ক]।

৫০। প্রিয়জনেরা, দেখ ভালবাসা কতই না সুন্দর ও চমৎকার; দেখ কেমন করে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার অতীত। [২] ঈশ্বর যাদের যোগ্য করে তোলেন, তারা ছাড়া কেইবা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে সক্ষম? সুতরাং এসো, তাঁর দয়া প্রার্থনা ও যাচনা করি, আমরা যেন মানব-পক্ষপাতশূন্য ও অনিন্দ্য হয়ে ভালবাসায় স্থিতিশীল বলে পরিগণিত হতে পারি। [৩] আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত পুরুষপরম্পরা, সেগুলো তো সবই চলে গেল, কিন্তু যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা স্থান পায় সেই ধার্মিকদেরই মধ্যে যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমনের সময়ে প্রকাশিত হবে। [৪] কেননা লেখা আছে, *চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর, পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও। কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক, যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়* [খ]; তখন আমি শুভদিনের কথা স্মরণ করব ও *তোমাদের সমাধি থেকে তোমাদের উত্তোলন করব।* [৫] প্রিয়জনেরা, আমরাই তো সুখী, যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ভালবাসার একতায় পালন করি, যাতে ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। কেননা লেখা আছে,

> [৬] *সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল,*
> *আবৃত হল যার পাপ।*
> *সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না,*
> *যার আত্মায় ছলনা নেই* [গ]।

[৭] এই সুখ-বাণী তাদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৫১। যত অপরাধ করেছি ও সেই শত্রুর [ঘ] প্রবঞ্চনার ফলে যা করেছি, এসো, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর যারা সেই বিদ্রোহ ও বিবাদের নেতা ছিল, তারা যেন সর্বসাধারণ প্রত্যাশার কথা ভাবে। [২] কেননা যারা ভয় ও ভালবাসায় জীবন যাপন করে, তারা পরকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে নিজেরাই কষ্ট বহন করতে, ও আমাদের ঐতিহ্যগত উৎকৃষ্ট ও ন্যায়বান সুসম্পর্ক আলোড়িত করার চেয়ে নিজেরাই দোষী বলে পরিগণিত হতে ইচ্ছুক। [৩] হৃদয় কঠিন করার চেয়ে মানুষের পক্ষে নিজের অপরাধ স্বীকার করা শ্রেয়—যেইভাবে তাদেরই হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল যারা ঈশ্বরের দাস

(ক) যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান, পরিত্রাণ, পবিত্রীকরণ, অনন্ত জীবন ও মণ্ডলী হল ঐশভালবাসার ফল ও ভ্রাতৃপ্রেমের ভিত্তি। পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই লক্ষ করেছেন ক্লেমেন্টের ভাষা এখন কেমন উদ্দীপনাপূর্ণই না হয়ে উঠেছে।
(খ) ইসা ২৬:২০; এজে ৩৭:১২।
(গ) সাম ৩২:১-২।
(ঘ) শয়তানই হল সেই শত্রু। এপদ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লেমেন্ট বিদ্রোহ-নেতাদের উদ্দেশ করে কথা বলেন।

মোশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের দণ্ড প্রকাশ্যই হয়ে উঠেছিল, [৪] কারণ তারা *জীয়ন্তই পাতালে নেমে গেল ও মৃত্যুই হবে তাদের রাখাল* [(ক)]। [৫] ফারাও, তার সেনাদল, মিশরের সকল নেতা, রথ ও অশ্বারোহী সকল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরল ঠিক এ কারণে যে, মিশর দেশে ঈশ্বরের দাস মোশী দ্বারা চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক কাজ সাধিত হওয়ার পরেও তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল।

৫২। ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু কোন কিছুরই অভাবী নন: তাঁর কাছে আমাদের স্বীকারোক্তি ছাড়া তিনি কারও কাছ থেকে অন্য কিছুর বাসনা করেন না; [২] কারণ সেই মনোনীত দাউদ বলেন, *আমি প্রভুর কাছে স্বীকার করব: বলদ বা শিঙ-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে এতেই আমি প্রভুকে প্রীত করব। তা দেখে বিনম্ররা আনন্দিত হোক* [(খ)]। [৩] তিনি আরও বলেন, *স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রত সকল উদ্‌যাপন কর; সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক: আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে* [(গ)]। [৪] *কারণ ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি* [(ঘ)]।

৫৩। ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো শাস্ত্র জান, ভাল করেই জান; তোমরা ঈশ্বরের বচনগুলি তন্ন তন্ন করে অধ্যয়ন করেছ। এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেব, এই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। [২] কারণ যখন মোশী পর্বতের উপরে গিয়ে সেখানে উপবাস ও বিনম্রতায় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত কাটালেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *মোশী, মোশী, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে* [(ঙ)]। [৩] এবং প্রভু বলে চললেন, *আমি তোমার সঙ্গে একবার ও দুইবার কথা বলেছিলাম; বলেছিলাম: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব* [(চ)]। [৪] তখন মোশী বললেন, *আহা! এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা কর …! না করলে, তবে, দোহাই তোমার, তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও* [(ছ)]।

(ক) গণনা ১৬:৩৩; সাম ৪৯:১৫ দ্রঃ।
(খ) সাম ৬৯:৩১-৩৩।
(গ) সাম ৫০:১৪-১৫।
(ঘ) সাম ৫১:১১।
(ঙ) দ্বিঃবিঃ ৯:১২।
(চ) দ্বিঃবিঃ ৯:১৩-১৪।
(ছ) যাত্রা ৩২:৩২।

আহা, কেমন মহা ভালবাসা (ক)! [৫] আহা, এ পরমসিদ্ধি এমন যা অতিক্রম করা অসাধ্য! এই দাস প্রভুর সঙ্গে সাহসী, তিনি জনগণের জন্য ক্ষমা যাচনা করেন, অন্যথা তাদের সঙ্গে বিনষ্ট হতে চান।

৫৪। তবে তোমাদের মধ্যে কে উদারমনা, দয়াবান ও ভালবাসায় পূর্ণ? [২] সে বলে উঠুক: 'আমার কারণেই যদি বিভেদ, বিবাদ ও বিচ্ছেদ জেগে উঠে থাকে, আমি সরে যাব, তোমরা যেখানে ইচ্ছা কর আমি সেখানে চলে যাব, জনগণের আদেশ মেনে নিতে সম্মত হব; কিন্তু খ্রীষ্টের পাল তাদের নিযুক্ত প্রবীণদের সঙ্গে শান্তি ভোগ করুক।' [৩] যে কেউ এভাবে ব্যবহার করে, সে খ্রীষ্টে মহা গৌরব লাভ করবে, ও সকল স্থান তাকে গ্রহণ করবে, কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু* (খ)। [৪] এমনটি হয়েছে প্রাচীনকালে ও এমনটি হবে ভাবীকালে তাদেরই ব্যবহার, যারা মন স্থির করে ঈশ্বরের নগরীতে যোগ্য নাগরিক রূপে আচরণ করে।

৫৫। কিন্তু এসো, বিজাতীয়দের কয়েকটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করি। মড়ক দেখা দিলে বহু রাজা ও শাসনকর্তা দৈববাণীর পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজেদের রক্তদানে প্রজাদের বাঁচানোর জন্য নিজেদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন (গ)। বিভেদ শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে নিজেদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেককেই চিনি, যারা পরের মুক্তির জন্য নিজেদের বন্দি করল। [২] অনেকে নিজেদের ক্রীতদাস করল, ও নিজেদের স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে পরের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিল। [৩] ঐশঅনুগ্রহে শক্তি লাভ করে অনেক স্ত্রীলোক বীরপুরুষেরই যোগ্য কর্মকীর্তি সাধন করল। [৪] নিজ শহর অবরোধের সময়ে ধন্যা যুদিথ প্রবীণদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাঁকে শত্রু সৈন্যশিবিরে যেতে দেন। [৫] এভাবে বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি স্বদেশ ও অবরুদ্ধ স্বজাতির ভালবাসার খাতিরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং ঈশ্বর একটি স্ত্রীলোকের হাতেই হলোফের্নেসকে ছেড়ে দিলেন (ঘ)। [৬] বিশ্বাসে সিদ্ধ সেই এস্থারও কম বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দেননি যাতে অবশ্যম্ভাবী বিনাশ থেকে ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে পারেন। উপবাস ও বিনম্রতায় তিনি সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বযুগের মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আর তিনি তাঁর প্রাণের বিনম্রতা দেখে সেই জাতির মানুষকে রেহাই দিলেন যাদের জন্য এস্থার বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন (ঙ)।

(ক) খ্রীষ্টীয় পরমসিদ্ধি হল ভালবাসা ও ভ্রাতৃপ্রেম; তা রক্ষা করার জন্য মোশী যেমন আপন জনগণের মঙ্গলার্থে নিজেই মরতে প্রস্তুত ছিলেন, তেমনি করিন্থের বিদ্রোহ-নেতারাও আপন জনমণ্ডলীতে যাতে শান্তি ফিরে আসে সেজন্য যেন নিজেদের ভুলে যায়; প্রয়োজন হলে যেন করিন্থ ছেড়ে অন্যত্র যায়।

(খ) সাম ২৪:১। আতিথেয়তা ও দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ যত্নশীলতার অংশী হয়।

(গ) এখানে এথেন্স-রাজা ক্রদোসের আদর্শ ব্যবহারের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

(ঘ) যুদিথ ৮…।

(ঙ) এস্থার ৭:৮; ৪:১৬।

৫৬। এসো [ক], তাদের জন্যও প্রার্থনা করি যারা কোন অপরাধে পড়ে রয়েছে, যেন
আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই ইচ্ছার অধীন হবার মত বাধ্যতা ও বিনম্রতা তাদের দেওয়া
হয় [খ]। এভাবেই তো তাদের স্মরণে ঈশ্বর ও পবিত্রজনদের [গ] কাছে আমাদের দয়াপূর্ণ
প্রার্থনা তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ ও সিদ্ধ হবে। ২ প্রিয়জনেরা, এসো, অসন্তোষ না দেখিয়ে
সংশোধন গ্রহণ করি। আমাদের পারস্পরিক সতর্কবাণী উত্তম ও অতিশয় ফলদায়ী,
কারণ তা আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে। ৩ এবিষয়ে পবিত্র বাণী একথা
বলে, *প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়, তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে* [ঘ],
৪ কারণ *যাকে প্রভু ভালবাসেন তাকে শাস্তি দেন; আপন গৃহীত সন্তানকে তিনি
কশাঘাত করেন* [ঙ]। ৫ আরও লেখা আছে, *ধার্মিকজন দয়ার সঙ্গে আমায় আঘাত
করুক, তিরস্কারও করুক, আমার মাথা কিন্তু যেন না মাখা হয় দুর্জনদের তেলে* [চ]।
৬ এ কথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি
সর্বশক্তিমানের সংশোধন তুচ্ছ করো না, কারণ তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন,*
৭ *তিনি আহত করেন, আবার তাঁর হাত সারিয়ে তোলে।* ৮ *তিনি ছ'টা সঙ্কট থেকে
তোমাকে উদ্ধার করবেন, সপ্তম সঙ্কটে কোন অমঙ্গল তোমাকে আর স্পর্শ করবে না;*
৯ *দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মৃত্যু থেকে তোমাকে রেহাই দেবেন, যুদ্ধের দিনে খড়্গের
আঘাত থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।* ১০ *জিহ্বার কশাঘাত থেকে তোমাকে রক্ষা
করবেন, বিনাশের আগমনেও তুমি ভীত হবে না।* ১১ *দুর্জন ও অপকর্মা হবে তোমার
হাসির বিষয়, বন্যজন্তুদেরও তুমি ভয় পাবে না;* ১২ *কেননা হিংস্র পশুরাও তোমার
পাশে শান্তিতে থাকবে।* ১৩ *তুমি দেখতে পাবে যে তোমার গৃহ শান্তি ভোগ করে;
তোমার তাঁবুতে সর্বদাই প্রাচুর্য বিরাজ করবে।* ১৪ *তুমি দেখতে পাবে, তোমার
বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তোমার সন্তানসন্ততিরা মাঠের ঘাসের মত বেড়ে
উঠছে।* ১৫ *সময় হলে যেমন পরিপক্ব শস্য জমা হয়, কিংবা খামারে তুলে নেওয়া আটি
যেমন সময় হলে সংগৃহীত হয়, পূর্ণায়ু হলে তেমনি তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে* [ছ]।
১৬ প্রিয়তমেরা, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, যারা মহাপ্রভু দ্বারা শাস্তিভোগ করে,
তারা আসলে কেমন মহা রক্ষা পায়, কারণ উত্তম পিতা হওয়ায় তিনি এজন্যই আমাদের
শাস্তি দেন, আমরা যেন তাঁর পুণ্য শাস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দয়া স্পর্শ করতে পারি।

৫৭। আর তোমরা যারা বিভেদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলে, তোমাদের প্রবীণদের অধীন হও, হৃদয় প্রণত করে মনপরিবর্তনের মনোভাবে সংশোধন গ্রহণ কর।

(ক) এখানে ক্লেমেণ্ট আবার গোটা করিন্থ-মণ্ডলীকে উদ্দেশ করেই কথা বলেন।
(খ) অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকার-প্রকাশে ঈশ্বরের ইচ্ছাই ব্যক্ত।
(গ) পবিত্রজন বলতে খ্রীষ্টভক্ত বোঝায়।
(ঘ) সাম ১১৮:১৮।
(ঙ) প্রবচন ৩:১২।
(চ) সাম ১৪১:৫।
(ছ) যোব ৫:১৭-২৬।

২ তোমাদের জিহ্বার দাম্ভিক ও উদ্ধত আত্মগর্ব সরিয়ে দিয়ে অধীনতাই শেখ, কারণ খ্যাতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে তবু খ্রীষ্টের আশা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার চেয়ে নগণ্য হয়ে তবু খ্রীষ্টের পালে উপযুক্ত বলে পরিগণিত হওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়।
৩ বস্তুতপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা (ক) একথা বলেন,

দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আত্মার কণ্ঠ আনয়ন করব,
৪ *তোমাদের শেখাব আমার সকল বাণী ;*
যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না,
আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না,
বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে,
আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে,
সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব,
তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব :
হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে,
বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে,
সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে,
তখন আমি পরিহাস করব।
৫ *তখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি সাড়া দেব না ;*
দুর্জনেরা আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না।
যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল, প্রভুভয়কে বেছে নিল না,
আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না, আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল,
৬ *সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে,*
তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে।
৭ *হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে,*
নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে ;
কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়,
সে ভরসাভরে বাস করবে,
শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না (খ)।

৫৮। সুতরাং এসো, তাঁর পবিত্রতম ও গৌরবময় নামের প্রতি বাধ্যতা দেখাই ; তবেই প্রাচীনকালে প্রজ্ঞা অবাধ্যদের কাছে যে হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন, আমরা তা থেকে রেহাই পাব ও তাঁর মাহাত্ম্যের পুণ্যতম নামের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করব।
২ তোমরা আমাদের এ পরামর্শ মেনে নাও, তবে অনুশোচনা করার মত তোমাদের কিছু থাকবে না, কারণ জীবনময় ঈশ্বরের দোহাই, জীবনময় প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ও

(ক) পিতৃগণের ভাষায়, ঐশপ্রজ্ঞা বলতে বাইবেলের প্রবচন-মালা বোঝায়।
(খ) প্রবচন ১:২৩–৩।

মনোনীতদের বিশ্বাস ও আশা সেই পবিত্র আত্মার দোহাই, বিনম্রচিত্তে ও শালীনতায় যে তৎপর হয়ে ঈশ্বরের এ আদেশ ও আজ্ঞা পালন করবে, সে তাদেরই সংখ্যায় তালিকাভুক্ত ও মনোনীত হবে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কীর্তিত যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৫৯। যে কেউ আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর কথায় (ক) বাধ্য হবে না, তারা জেনে নিক, অপরাধে ও সত্যিকারে গুরুতর বিপদে নিজেদের জড়াবে; ২ আমরা কিন্তু এ পাপ বিষয়ে নিরপরাধী হব; ও অবিরত মিনতি ও যাচনা দ্বারা প্রার্থনা করব যেন বিশ্বপ্রভু তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা জগদ্‌জুড়ে অক্ষতই রক্ষা করেন তাঁর প্রিয়তম পুত্র যীশুখ্রীষ্টই দ্বারা, যাঁর দ্বারা তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে, অজ্ঞতা থেকে তাঁর নিজের নামের গৌরব জ্ঞানে আমাদের আহ্বান করেছেন। ৩ তুমি যে তোমার এ নামেই, যা সমস্ত সৃষ্টির উৎস, প্রত্যাশা রাখতে আমাদের আহ্বান করেছ (খ),

আমাদের মনশ্চক্ষু খুলে দাও আমরা যেন তোমাকে জানতে পারি
—তুমি যে একাই উর্ধ্বলোকে পরাৎপর,
পবিত্রজনদের মধ্যে নিত্যই পবিত্রজন (গ) ;
তুমি যে উদ্ধতদের গর্ব নমিত কর (ঘ),
জাতিগুলোর সঙ্কল্প ব্যর্থ কর (ঙ),
অবনমিতদের উন্নীত কর ও উন্নীতজনদের অবনমিত কর (চ),
ধনবান কর ও ধনহীন কর (ছ),
মৃত্যু ঘটাও ও জীবন দান কর (জ) ;
তুমি যে একাই আত্মাদের ও দেহধারীদের উপকর্তা (ঝ),
তুমি যে অতলদেশ তলিয়ে দেখ (ঞ), *মানুষের কাজের উপর দৃষ্টি রাখ;*
তুমি যে বিপদে পতিতদের সহায়, আশাভ্রষ্টদের ত্রাণকর্তা (ট),
সমস্ত প্রাণদের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা (ঠ) ;
তুমি যে পৃথিবীর জাতিগুলির সংখ্যা শতগুণে বৃদ্ধি কর

(ক) ক্লেমেন্ট এবিষয়ে সচেতন যে, তাঁর অধিকার ঈশ্বর থেকেই আসে।
(খ) পরবর্তী প্রার্থনা দেখায় আদিখ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রার্থনাগুলো কেমন বাইবেল-ভিত্তিক ছিল।
(গ) ইসা ৫৭:১৫। প্রার্থনার প্রথম অংশের বিষয় হল ঈশ্বরের কর্মকীর্তির মাহাত্ম্য।
(ঘ) ইসা ১৩:১১।
(ঙ) সাম ৩৩:১০।
(চ) যোব ৫:১১।
(ছ) ১ রাজা ২:৭।
(জ) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯।
(ঝ) গণনা ১৬:২২; ২৭:১৬।
(ঞ) দানিয়েল ৩:৫৫।
(ট) যুদিথ ৯:১১।
(ঠ) বিধর্মীরা দেব-দেবীকে 'রক্ষাকর্তা' বলত।

ও সেগুলির মধ্য থেকে তাদের সকলকেই বেছে নিলে
যারা তোমাকে ভালবাসে তোমার প্রিয়তম পুত্র যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা,
যাঁর দ্বারা তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ, পবিত্র ও সম্মানিত করে তুলেছ (ক)।
৪ *মহাপ্রভু, তোমাকে অনুনয় করি,*
হও আমাদের আশ্রয় ও আমাদের ঢাল (খ)।
আমাদের মধ্যে যারা নিপীড়িত, তাদের ত্রাণ কর,
বিনম্রদের দয়া কর,
পতিতদের পুনরুত্থিত কর,
অভাবগ্রস্তদের কাছে গিয়ে দেখা দাও,
অসুস্থদের নিরাময় কর,
তোমার আপন জনগণের বিপথগামীদের ফিরিয়ে আন,
ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত কর,
আমাদের বন্দিদের মুক্ত কর,
দুর্বলদের সুস্থির কর,
ভীরুহৃদয়দের সান্ত্বনা দাও;
সকল জাতি তোমাকে জানুক,
জানুক যে কেবল তুমিই ঈশ্বর (গ) *ও যীশুখ্রীষ্টই তোমার পুত্র;*
জানুক, আমরাই তোমার জনগণ ও তোমার চারণভূমির মেষপাল (ঘ)।

৬০। *তুমি, প্রভু, জগতের সনাতন প্রতিষ্ঠান*
তোমার কর্মকীর্তিতেই প্রকাশিত করেছ (ঙ);
তুমিই, প্রভু, পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছ
—তুমি যে পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্ত, বিচারগুলিতে ন্যায়বান,
শক্তি ও মহত্ত্বে অপরূপ, সৃষ্টিকর্মে প্রজ্ঞাবান,
সৃষ্টজীবদের রক্ষণাবেক্ষণে দূরদর্শী, দৃশ্যগত বস্তুতে মঙ্গলময়,
ও তোমার শরণাগতদের প্রতি প্রসন্নতাপূর্ণ;
হে দয়াবান ও করুণাময় (চ),
আমাদের অধর্ম, অধর্মময়তা, অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর।
২ *তোমার দাস-দাসীদের সমস্ত পাপ গণনা করো না,*
বরং তোমার সত্য দ্বারা আমাদের শুচিশুদ্ধ কর,

(ক) খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টমণ্ডলীই ঈশ্বরের কর্মকীর্তির সর্বোচ্চ গৌরব।
(খ) সাম ১১৯:১১৪।
(গ) ২ রাজা ১৯:১৯।
(ঘ) সাম ৭৯:১৩; ১০০:৩।
(ঙ) এখানে প্রার্থনার দ্বিতীয় বিষয়ের আরম্ভ: ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানতা ও করুণা।
(চ) যোব ২:১৩।

আমাদের পদক্ষেপ চালিত কর
আমরা যেন নিখুঁত হৃদয়ে ও সরলভাবে চলি [ক],
যেন তা-ই করি
যা আমাদের নেতাদের ও তোমার দৃষ্টিতে মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক [খ]।
৩ হ্যাঁ, প্রভু, আমাদের উপর তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল [গ],
আমরা যেন শান্তিতেই মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি,
যেন তোমার পরাক্রমশালী হাত দ্বারা আশ্রিত হতে পারি [ঘ]
ও তোমার উত্তোলিত হাত দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি;
ওগো, যারা অন্যায়ভাবে আমাদের ঘৃণা করে,
তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত কর।
৪ আমাদের ও সকল জগদ্বাসীর কাছে একাত্মতা ও শান্তি দান কর,
যেইভাবে তুমি তা দান করেছিলে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে
যাঁরা বিশ্বাস ও সত্যের শরণে সরল অন্তরে তোমাকে ডেকেছিলেন [ঙ],
আমরা যেন তোমার পবিত্রতম ও সর্বশক্তিশালী নামের প্রতি
ও পৃথিবীতে আমাদের নেতা ও শাসনকর্তাদের প্রতি
বাধ্যতা দেখাতে পারি [চ]।

৬১। প্রভু, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ ও অবর্ণনীয় পরাক্রম দ্বারা
তাঁদের রাজ-অধিকার দিয়েছ
আমরা যেন তাঁদের কাছে তোমার দেওয়া গৌরব ও সম্মান জেনে
তোমার ইচ্ছা কোন মতেই প্রতিরোধ না করে তাঁদের অধীন হয়ে থাকি।
প্রভু, তাঁদের দান কর স্বাস্থ্য, শান্তি, একাত্মতা ও দৃঢ়তা,
তাঁরা যেন যে রাজ্যভূমি তুমি তাঁদের দিয়েছ,
তা নির্ভুল ভাবে শাসন করতে পারেন।
২ কারণ তুমি, হে স্বর্গীয় মহাপ্রভু, হে সর্বযুগের রাজা,
তুমিই তো মানবসন্তানদের কাছে পৃথিবীর যত বস্তুর উপরে গৌরব,
সম্মান ও অধিকার দান করে থাক;
তুমিই, প্রভু, তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক,
সেই অনুসারে তাদের সুমন্ত্রণা চালিত কর [ছ],

(ক) ১ রাজা ৯:৪।
(খ) দ্বিঃবিঃ ১৩:১৮।
(গ) সাম ৫৭:২।
(ঘ) যাত্রা ৬:১।
(ঙ) সাম ১৪৫:১৮।
(চ) পত্রের নতুন আর এক বিষয় শুরু হয়: অধিকার ঈশ্বর থেকেই আসে।
(ছ) দ্বিঃবিঃ ১৩:১৮।

তারা যেন পুণ্যভাবে শান্তি ও কোমলতার সঙ্গে
তোমার দেওয়া অধিকার অনুশীলন ক'রে
তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারে।
[৩] *তুমি যে একাই আমাদের জন্য এসব কিছু ও শ্রেয়তর কিছুও*
সাধন করতে পার,
আমরা তোমার স্তুতিবাদ জানাই
মহাযাজক ও আমাদের প্রাণের প্রতিপালক সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা,
যাঁর দ্বারা তোমার গৌরব ও মহিমা কীর্তিত এখন ও যুগে যুগে
চিরদিন চিরকাল। আমেন।

৬২। ভ্রাতৃগণ, আমাদের ধর্মনীতি প্রসঙ্গে যথেষ্ট লিখেছি, আর যারা ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সদ্‌গুণমন্ডিত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে তা অধিক উপকারী। [২] আমরা তো সমস্ত দিক তুলে ধরেছি যথা বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত, প্রকৃত ভালবাসা, আত্মসংযম, শুচিতা, ধৈর্য; তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, ধর্মময়তা, সত্য ও সহিষ্ণুতায় জীবন যাপন করেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন; আবার ক্ষমাদানে একাত্ম হয়ে কোমল তৎপরতার সঙ্গে ভালবাসা ও শান্তিতেই জীবনযাপন করা দরকার, যেভাবে যাঁদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, আমাদের সেই পিতৃপুরুষেরাও তাঁদের বিনম্রতায় পিতা ও স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে ও সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন।

[৩] আর আমরা এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে আরও আনন্দিত, কারণ সচেতন ছিলাম যে, আমরা এমন বিশ্বস্ত ও আদর্শবান মানুষদের কাছে লিখছিলাম যারা ঈশ্বরের নির্দেশবাণীর বচনগুলো অধ্যয়ন করেছিল।

৬৩। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা তেমন মহান ও বহু দৃষ্টান্ত পালনে মাথা নত করে বাধ্যতা অবলম্বন করি, যেন অসার বিবাদ-বিভেদ ছেড়ে পুনর্মিলিত হয়ে সেই লক্ষ্যই পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারি যা সত্যের শরণে আমাদের সামনে উপস্থাপিত।

[২] তোমরা তবেই আমাদের আনন্দিত ও উল্লসিত করবে যদি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় যা লিখেছি [ক] তার প্রতি বাধ্য হও, ও শান্তি ও একাত্মতার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অনুরোধ মেনে নিয়ে তোমাদের হিংসার নিকৃষ্ট মনোভাব উপড়ে ফেল। [৩] তোমাদের কাছে আমরা এমন বিশ্বস্ত ও সুবিবেচক লোকদের পাঠিয়েছি যাঁরা যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে নির্দোষিতার পরিচয় দিয়ে জীবন যাপন করেছেন; তাঁরাই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে দাঁড়াবেন। [৪] আমরা তেমন করেছি তোমরা যেন জানতে পার যে আমাদের একমাত্র চিন্তা এটিই হয়েছে ও হচ্ছে: তোমরা যেন শীঘ্রই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পার।

(ক) পবিত্র আত্মা মন্ডলীর অধিকারপ্রাপ্ত সেবকদের প্রেরণা দেন।

৬৪। যিনি সর্বদ্রষ্টা, যিনি আত্মাদের ও দেহধারীদের প্রভু, যিনি প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে বেছে নিলেন ও তাঁর নিজস্ব জনগণ হবার উদ্দেশ্যে তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিলেন, সেই ঈশ্বর সেই সকল আত্মাকে যারা তাঁর গৌরবময় ও পুণ্যময় নাম করেছে, তাদের দান করুন বিশ্বাস, ভয়, শান্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, শুচিতা ও শুদ্ধতা, তারা যেন তাঁর নামের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে আমাদের মহাযাজক ও প্রতিপালক সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তাঁকে গৌরব ও মহিমা, পরাক্রম ও সম্মান আরোপিত হোক এখন ও চিরকাল। আমেন।

৬৫। আমাদের দূত ক্লাউদিওস, এফেবোস, ভালেরিওস ভিতো ও ফর্তুনাতোসকে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে আমাদের কাছে শীঘ্রই ফিরিয়ে পাঠাও, তাঁরা যেন যত শীঘ্রই সেই শান্তি ও একাত্মতারই সংবাদ দিতে পারেন যার জন্য আমরা প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করছি, যাতে আমরাও যত শীঘ্রই তোমাদের সুশৃঙ্খলায় আনন্দ করতে পারি।

[২] আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক, তাদেরও সঙ্গে যারা সর্বস্থানে ঈশ্বর দ্বারা তাঁরই মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে, যাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গৌরব, সম্মান, পরাক্রম, মহিমা ও শাশ্বত রাজ্য আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।